রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা
কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

মঙ্গলবার, মে ২০, ২০২৫

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
বাণিজ্য মন্ত্রণালয়

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ০৫ জ্যৈষ্ঠ, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ/ ১৯ মে, ২০২৫ খ্রিষ্টাব্দ

এস.আর. ও. নং ১৪৪-আইন/২০২৫।—বাণিজ্য সংগঠন আইন, ২০২২ (২০২২ সনের ৯ নং আইন) এর ধারা ৩০ এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে, সরকার নিম্নরূপ বিধিমালা প্রণয়ন করিল, যথা:—

১। **শিরোনাম ও প্রবর্তন।**—(১) এই বিধিমালা বাণিজ্য সংগঠন বিধিমালা, ২০২৫ নামে অভিহিত হইবে।

(২) ইহা অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

২। **সংজ্ঞা।**—(১) বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থি কোনো কিছু না থাকিলে, এই বিধিমালায়—

(ক) “**আইন**” অর্থ বাণিজ্য সংগঠন আইন, ২০২২ (২০২২ সনের ৯ নং আইন);

(খ) “**আপিল বোর্ড**” অর্থ বিধি ২০ এর অধীন গঠিত নির্বাচন আপিল বোর্ড;

(গ) “**এসোসিয়েশন**” অর্থ আইনের ধারা ৩ এর উপ-ধারা (২) এর দফা (ঘ)-তে বর্ণিত সমিতি;

(ঘ) “**গ্রুপ**” অর্থ আইনের ধারা ৩ এর উপ-ধারা (২) এর দফা (ছ)-তে বর্ণিত কোনো গ্রুপ;

(ঙ) “**চেম্বার**” অর্থ আইনের ধারা ৩ এর উপ-ধারা (২) এর দফা (খ), (গ), (ঙ), (জ), (ঝ) ও (ঞ)-তে বর্ণিত কোনো চেম্বার অব কমার্স এন্ড ইন্ডাস্ট্রি;

(চ) “**তফসিল**” অর্থ এই বিধিমালার তফসিল;

মূল্য : টাকা ৪০.০০

(ছ) "**ব্যক্তি**" অর্থে একক ব্যক্তি (individual), কোম্পানি, অংশীদারী কারবার (partnership firm) এবং সংবিধিবদ্ধ নহে এইরূপ অন্যান্য প্রতিষ্ঠানও অন্তর্ভুক্ত হইবে;

(জ) "**শহর সমিতি**" অর্থ আইনের ধারা ৩ এর উপ-ধারা (২) এর দফা (চ)-তে বর্ণিত শহর সমিতি।

(২) এই বিধিমালায় ব্যবহৃত যে সকল শব্দ বা অভিব্যক্তির সংজ্ঞা প্রদান করা হয় নাই, সেই সকল শব্দ বা অভিব্যক্তি বাণিজ্য সংগঠন আইন, ২০২২ এ যে অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে সেই অর্থে প্রযোজ্য হইবে।

৩। **নামের ছাড়পত্রের আবেদন**।—(১) আইনের ধারা ৩ এর উপ-ধারা (৭) এর দফা (খ) এর উদ্দেশ্যপূরণকল্পে, লাইসেন্স প্রাপ্তির পূর্বে প্রস্তাবিত বাণিজ্য সংগঠনকে, নামের ছাড়পত্রের জন্য মহাপরিচালকের নিকট **ফরম-ক** অনুসারে, যৌথ মূলধন কোম্পানি ও ফার্মসমূহের পরিদপ্তর কর্তৃক নির্ধারিত ফি প্রদানপূর্বক, আবেদন করিতে হইবে।

(২) কোনো ব্যক্তি কর্তৃক পরিচালিত সমজাতীয় ব্যবসা-বাণিজ্য বা শিল্পের প্রতিনিধিত্বকারী অন্যূন ১১ (এগারো)টি প্রতিষ্ঠান একত্রিত হইয়া নূতন বাণিজ্য সংগঠন গঠনের লক্ষ্যে নামের ছাড়পত্রের আবেদন করিতে পারিবে:

তবে শর্ত থাকে যে, কোনো বাণিজ্য সংগঠনের সম্মিলিতভাবে অন্যূন ১০০ (একশত) কোটি টাকা বিনিয়োগ থাকিলে বা অন্যূন ১০০০ (এক হাজার) লোকের কর্মসংস্থান থাকিলে অথবা কোনো বাণিজ্য সংগঠন উহার ব্যবসা বাণিজ্য হইতে সরকারকে ১০ (দশ) কোটি টাকা রাজস্ব প্রদান করিলে ইহার কম সদস্য নিয়ে নূতন বাণিজ্য সংগঠনের জন্য নামের ছাড়পত্রের আবেদন করা যাইবে।

(৩) উপ-বিধি (১) এর অধীন আবেদনের ক্ষেত্রে বাণিজ্য সংগঠনের প্রস্তাবিত নাম আবেদনকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের কার্যাবলির সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণ হইতে হইবে।

৪। **নামের ছাড়পত্র প্রদান**।—(১) মহাপরিচালক নামের ছাড়পত্রের আবেদন প্রাপ্তির পর—

(ক) সংশ্লিষ্ট পক্ষগণের সমন্বয়ে শুনানি গ্রহণ এবং তাহাদের কার্যালয় ও প্রয়োজনীয় দলিলাদি পরিদর্শন করিতে পারিবেন;

(খ) প্রস্তাবিত বাণিজ্য সংগঠনের খাত বা এলাকা সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় বা বিভাগ বা দপ্তর বা প্রতিষ্ঠানের মতামত গ্রহণ করিতে পারিবেন;

(গ) একই নামে অন্য কোনো সংগঠন রহিয়াছে কিনা উক্ত বিষয়ে এবং সংশ্লিষ্ট অন্যান্য বিষয়ে যৌথমূলধন কোম্পানি ও ফার্মসমূহের পরিদপ্তরের মতামত গ্রহণ করিবেন।

(২) মহাপরিচালক, বিধি ৩ এর অধীন প্রাপ্ত আবেদন যাচাই-বাছাইক্রমে, যথাযথ বিবেচনা করিলে আবেদনকারীকে নামের ছাড়পত্র প্রদান করিবেন তবে, উহা দ্বারা প্রস্তাবিত বাণিজ্য সংগঠনের লাইসেন্স প্রাপ্তির বা নিবন্ধনের অধিকার প্রতিষ্ঠিত হইবে না।

(৩) একাধিক বাণিজ্য সংগঠনকে একই নামে নামের ছাড়পত্র প্রদান করা যাইবে না।

(৪) নামের ছাড়পত্র প্রাপ্তির পর প্রস্তাবিত বাণিজ্য সংগঠনের নিজস্ব ওয়েবসাইট প্রস্তুত করিতে হইবে যাহাতে সংগঠন সংক্রান্ত সকল তথ্যাদি থাকিবে।

৫। **নামের ছাড়পত্রের মেয়াদ।**—(১) বিধি ৪ এর অধীন প্রদত্ত নামের ছাড়পত্রের মেয়াদ হইবে ৬ (ছয়) মাস এবং উক্ত সময়ের মধ্যে প্রস্তাবিত বাণিজ্য সংগঠনের লাইসেন্স প্রাপ্তির সকল আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন করিয়া লাইসেন্সের জন্য আবেদন দাখিল করিতে হইবে।

(২) নামের ছাড়পত্র প্রাপ্তির পর নির্ধারিত সময়ের মধ্যে লাইসেন্স প্রাপ্তির আবেদন দাখিলে ব্যর্থ হইলে নামের ছাড়পত্র স্বয়ংক্রিয়ভাবে বাতিল হইয়া যাইবে:

তবে শর্ত থাকে যে, নির্ধারিত সময়ের মধ্যে লাইসেন্স প্রাপ্তির আবেদন দাখিল করা সম্ভব হইবে না মর্মে প্রতীয়মান হইলে নামের ছাড়পত্রের মেয়াদ থাকাকালে উপযুক্ত কারণ উল্লেখ করিয়া **ফরম-খ** অনুসারে ছাড়পত্রের মেয়াদ বৃদ্ধির জন্য মহাপরিচালকের নিকট আবেদন করা যাইবে।

(৩) নামের ছাড়পত্রের মেয়াদ বৃদ্ধির কোনো আবেদন প্রাপ্ত হইলে, মহাপরিচালক নামের ছাড়পত্রের মেয়াদ বৃদ্ধির আবেদন বিবেচনা করিয়া অনধিক ২ (দুই) মাস পর্যন্ত নামের ছাড়পত্রের মেয়াদ বৃদ্ধি করিতে পারিবেন।

(৪) সরকার যেকোনো সময়, কারণ দর্শাইবার সুযোগ প্রদান করিয়া, নামের ছাড়পত্র বাতিল করিতে পারিবে।

৬। **বাণিজ্য সংগঠনের লাইসেন্স।**—(১) লাইসেন্স প্রাপ্তির জন্য **তফসিলে উল্লিখিত ফি** জমা প্রদানপূর্বক প্রয়োজনীয় কাগজপত্রসহ মহাপরিচালকের নিকট **ফরম-গ** অনুসারে আবেদন করিতে হইবে।

(২) বাণিজ্য সংগঠনের উদ্যোক্তা বা সংগঠকগণ আইনের ধারা ৩ এর উপ-ধারা (৭) এর দফা (ক) এ উল্লিখিত বিজ্ঞপ্তিতে বর্ণিত সাধারণ সভার তারিখে স্বার্থ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিগণকে উক্ত সভায় অংশগ্রহণের আমন্ত্রণ জানাইবেন এবং তাহারা বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ১৫ (পনেরো) দিনের মধ্যে মহাপরিচালকের নিকট উক্ত উদ্যোগ সম্পর্কে আপত্তি বা পরামর্শ প্রেরণ করিতে পারিবেন।

(৩) উপ-বিধি (২) এ উল্লিখিত সাধারণ সভা অনুষ্ঠানের পর উদ্যোক্তা বা সংগঠকগণ কোম্পানী আইন, ১৯৯৪ এর বিধান অনুসারে একটি সংঘস্মারক ও সংঘবিধি প্রণয়ন করিবেন এবং সংঘবিধিতে আইন এবং এই বিধিমালার বিধানাবলি বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনীয় বিধান থাকিবে।

(৪) প্রস্তাবিত বাণিজ্য সংগঠনের উদ্যোক্তা বা সংগঠকগণ লাইসেন্সের জন্য আবেদনপত্রের ২ (দুই)টি অনুলিপি দাখিল করিবেন এবং প্রতিটি অনুলিপির সহিত নিম্নবর্ণিত দলিলাদি দাখিল করিতে হইবে, যথা:—

(ক) তাহাদের স্বাক্ষরিত সংঘস্মারক ও সংঘবিধির ৩ (তিন)টি করিয়া অনুলিপি;

(খ) উপ-বিধি (২) এ উল্লিখিত বিজ্ঞপ্তি এবং সাধারণ সভার কার্যবিবরণীর একটি করিয়া অনুলিপি।

(৫) লাইসেন্সের আবেদন প্রাপ্তির পর ধারা ৩ এর উপ-ধারা (৭) এর দফা (খ) এর বিধান অনুসারে ফেডারেশনের বা, ক্ষেত্রমত, জেলা চেম্বারের মতামতের জন্য প্রেরণ করা হইলে ফেডারেশন বা, ক্ষেত্রমত, জেলা চেম্বার **ফরম-ঘ** অনুসারে মহাপরিচালকের নিকট মতামত প্রেরণ করিবে।

(৬) লাইসেন্সের আবেদন প্রাপ্তির পর মহাপরিচালক সংগঠক বা উদ্যোক্তাগণের নিকট হইতে সংশ্লিষ্ট যেকোনো তথ্য বা কাগজপত্র তলব করিতে পারিবেন ও সংশ্লিষ্ট স্থান পরিদর্শনের ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারিবেন।

(৭) মহাপরিচালক, এই বিধিতে উল্লিখিত লাইসেন্সের আবেদন ও সংশ্লিষ্ট তথ্যাদি, প্রাপ্ত আপত্তি বা পরামর্শ এবং ফেডারেশন বা, ক্ষেত্রমত, জেলা চেম্বারের মতামত বিবেচনাক্রমে, আবেদন প্রাপ্তির ৯০ (নব্বই) দিনের মধ্যে—

(ক) সংগঠনের লাইসেন্স প্রদানের ব্যবস্থা করিবেন; অথবা

(খ) আবেদনটি না-মঞ্জুর করা হইলে উক্ত সিদ্ধান্ত আবেদনকারীকে লিখিতভাবে অবহিত করিবেন:

তবে শর্ত থাকে যে, আবেদনকারী বা তাহার প্রতিনিধিকে শুনানির যুক্তিসঙ্গত সুযোগ প্রদান ব্যতীত কোনো আবেদন না-মঞ্জুর করা যাইবে না।

(৮) লাইসেন্সের আবেদন না-মঞ্জুর করা হইলে, আবেদনকারী, সিদ্ধান্ত প্রদানের তারিখ হইতে ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে **তফসিলে উল্লিখিত ফি** জমা প্রদানপূর্বক **ফরম-ঙ** অনুসারে সরকারের নিকট রিভিউয়ের আবেদন করিতে পারিবেন এবং উক্ত বিষয়ে সরকারের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত বলিয়া গণ্য হইবে।

৭। **লাইসেন্স বাতিল ও পুনরায় আবেদন**।—(১) আইনের ধারা ৫ এর বিধান সাপেক্ষে, বার্ষিক সাধারণ সভার নোটিশ, নির্বাহী কমিটির বার্ষিক প্রতিবেদন, আয়-ব্যয়ের হিসাব, নিরীক্ষিত ব্যালেন্স শীট এবং নির্বাচনের প্রতিবেদনের কপি দাখিলে ব্যর্থতার জন্য লাইসেন্স বাতিল করা যাইবে।

(২) কোনো বাণিজ্য সংগঠনের লাইসেন্স বাতিল করা হইলে ধারা ৫ এর উপ-ধারা (৪) এর বিধান অনুসারে **তফসিলে উল্লিখিত ফি** জমা প্রদানপূর্বক **ফরম-চ** অনুসারে সরকারের নিকট লাইসেন্স প্রাপ্তির জন্য আবেদন করা যাইবে এবং উক্ত বিষয়ে সরকারের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত বলিয়া গণ্য হইবে।

৮। **সুপ্ত বাণিজ্য সংগঠন ঘোষণা**।—কোনো নিগমিত বাণিজ্য সংগঠনকে আইনের ধারা ৬ এ বর্ণিত কারণের অতিরিক্ত হিসাবে নিম্নবর্ণিত কারণে সুপ্ত বাণিজ্য সংগঠন হিসাবে ঘোষণা করা যাইবে, যথা:—

(ক) কোনো নিগমিত বাণিজ্য সংগঠন একাধারে ২ (দুই) বৎসর যৌথমূলধন কোম্পানি ও ফার্মসমূহের পরিদপ্তরে রিপোর্ট বা রিটার্ন দাখিল করিতে ব্যর্থ হইলে;

(খ) কোনো নিগমিত বাণিজ্য সংগঠন বার্ষিক সাধারণ সভার নোটিশ মহাপরিচালকের নিকট প্রেরণ না করিলে;

(গ) নির্বাহী কমিটি নির্বাচনী তফসিল মহাপরিচালকের নিকট প্রেরণ না করিলে;

(ঘ) নির্বাচিত নির্বাহী কমিটির পূর্ণ তালিকা মহাপরিচালকের নিকট প্রেরণ না করা হইলে;

(ঙ) সংগঠনের অফিসের ঠিকানা পরিবর্তিত হইলে উহার বিষয়ে মহাপরিচালককে অবহিত করা না হইলে;

(চ) কোনো বাণিজ্য সংগঠন মহাপরিচালক কর্তৃক আহুত সভা বা শুনানিতে যুক্তিসঙ্গত কারণ প্রদর্শন ব্যতীত অনুপস্থিত থাকিলে।

৯। **সুপ্ত বাণিজ্য সংগঠন ঘোষণার পদ্ধতি।**—(১) কোনো বাণিজ্য সংগঠনকে সুপ্ত বাণিজ্য সংগঠন হিসাবে ঘোষণার লক্ষ্যে মহাপরিচালক, সুনির্দিষ্ট কারণ উল্লেখপূর্বক, ১৫ (পনেরো) কার্যদিবসের মধ্যে কারণ দর্শাইবার জন্য উক্ত বাণিজ্য সংগঠনকে নোটিশ প্রদান করিবেন।

(২) উপ-বিধি (১) এ বর্ণিত সময়ের মধ্যে কোনো বাণিজ্য সংগঠন কারণ দর্শাইতে ব্যর্থ হইলে বা প্রেরিত জবাব সন্তোষজনক না হইলে, মহাপরিচালক বিষয়টি উল্লেখ করিয়া সংশ্লিষ্ট বাণিজ্য সংগঠনকে সুপ্ত বাণিজ্য সংগঠন হিসাবে ঘোষণা করিতে পারিবেন।

(৩) কোনো বাণিজ্য সংগঠনকে সুপ্ত ঘোষণা করা হইলে উক্ত ঘোষণার ৩ (তিন) মাসের মধ্যে—

(ক) বাণিজ্য সংগঠনের পক্ষ হইতে উপস্থাপিত যুক্তি ও দাখিলকৃত রিপোর্ট, রিটার্ন বা কার্যবিবরণী ও প্রয়োজনীয় অন্যান্য দলিলাদি পর্যালোচনাপূর্বক উপযুক্ত বিবেচনা করিলে, মহাপরিচালক, লিখিত আদেশ দ্বারা, সুপ্ত বাণিজ্য সংগঠন ঘোষণা প্রত্যাহার করিতে পারিবেন;

(খ) কোনো বাণিজ্য সংগঠনকে সুপ্ত ঘোষণা করা হইলে উক্ত ঘোষণার ৩ (তিন) মাসের মধ্যে বাণিজ্য সংগঠনের পক্ষ হইতে উক্ত ঘোষণা প্রত্যাহারের জন্য কোনো ব্যবস্থা গৃহীত না হইলে বা গৃহীত ব্যবস্থা যথাযথ বিবেচিত না হইলে উক্ত সময়ের পর মহাপরিচালক, সংশ্লিষ্ট বাণিজ্য সংগঠনের অনুকূলে মঞ্জুরকৃত লাইসেন্স বাতিলের জন্য সরকারের নিকট সুপারিশ প্রেরণ করিতে পারিবেন।

১০। **বাণিজ্য সংগঠনসমূহের একত্রীকরণ।**—(১) আইনের ধারা ৮ এর উদ্দেশ্যপূরণকল্পে, বাণিজ্য সংগঠনসমূহ একত্রীকরণের ক্ষেত্রে মহাপরিচালক, সংশ্লিষ্ট বাণিজ্য সংগঠনসমূহের নথিপত্র ও কার্যক্রম বিশ্লেষণ অথবা এতদ্‌বিষয়ে প্রাপ্ত তদন্ত প্রতিবেদনের ভিত্তিতে শুনানি করিবেন।

(২) উপ-বিধি (১) এর অধীন মহাপরিচালক কর্তৃক শুনানির পর, সরকার সংশ্লিষ্ট বাণিজ্য সংগঠনসমূহকে একীভূত করিয়া এক বা, ক্ষেত্রমত, একাধিক সংগঠনের লাইসেন্স বাতিলপূর্বক একত্রীকরণ আদেশ প্রদান করিতে পারিবে।

(৩) একত্রীকরণ আদেশ জারির পর একীভূত বাণিজ্য সংগঠনের সংঘস্মারক ও সংঘবিধি প্রণয়ন এবং একীভূত বাণিজ্য সংগঠনের প্রথম নির্বাহী কমিটি নির্বাচন কার্যক্রম পরিচালনার জন্য সরকার আইনের ধারা ১৭ এর অধীন প্রশাসক নিয়োগ করিতে পারিবে:

তবে শর্ত থাকে যে, উক্ত প্রশাসকের মেয়াদ ৬ (ছয়) মাসের অধিক হইবে না।

১১। **বাণিজ্য সংগঠনের সদস্য।**—(১) কোনো ব্যক্তি (individual), কোম্পানি (Company), অংশীদারী কারবার (partnership firm) বা বার্ষিক টার্নওভার অন্যূন ৫ (পাঁচ) লক্ষ টাকা এইরূপ অন্যবিধ প্রতিষ্ঠান কর্তৃক পরিচালিত ব্যবসা-বাণিজ্য বা শিল্পের প্রতিনিধিত্বকারী কোনো ব্যক্তি বা সংগঠন সংশ্লিষ্ট বাণিজ্য সংগঠনের (চেম্বার বা এসোসিয়েশনের) সদস্য হইতে পারিবেন।

(২) কোম্পানির ক্ষেত্রে উহার পরিচালক পরিষদ কর্তৃক মনোনীত একজন পরিচালক অথবা শেয়ারহোল্ডার এবং অংশীদারী কারবার বা অন্যবিধ প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে উক্ত কারবার বা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক ক্ষমতাপ্রদত্ত যেকোনো একজন অংশীদার সংশ্লিষ্ট বাণিজ্য সংগঠনে উক্ত কোম্পানি, কারবার বা প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিত্ব করিতে পারিবেন:

তবে শর্ত থাকে যে, কোনো একক ব্যক্তি, কোম্পানি, অংশীদারী কারবার বা অন্যবিধ প্রতিষ্ঠান কর্তৃক শিল্প, ব্যবসা-বাণিজ্য বা সংশ্লিষ্ট অন্যান্য কার্যক্রম একাধিক স্থানে পরিচালিত হইলে-

(ক) উক্ত কোম্পানি উহার নিবন্ধিকৃত কার্যালয় যে অঞ্চলে অবস্থিত এবং উক্ত ব্যক্তি, অংশীদারী কারবার বা প্রতিষ্ঠান উহার প্রধান কার্যালয় বা কর্মস্থল যে অঞ্চলে অবস্থিত, সেই অঞ্চলের শিল্প বা ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রতিনিধিত্বকারী বাণিজ্য সংগঠনের সদস্য হইবেন; অথবা

(খ) উক্ত ব্যক্তি, কোম্পানি, কারবার বা প্রতিষ্ঠান সমগ্র বাংলাদেশ ভিত্তিতে গঠিত এবং সংশ্লিষ্ট ব্যবসা-বাণিজ্য বা শিল্পের প্রতিনিধিত্বকারী কোনো এসোসিয়েশন বা চেম্বার অব ইন্ডাস্ট্রির সদস্য হইবেন।

(৩) চেম্বার অব কমার্স এন্ড ইন্ডাস্ট্রিতে নিম্নবর্ণিত ৪ (চার) শ্রেণির সদস্য থাকিবে, যথা:—

(ক) সাধারণ সদস্য;

(খ) সহযোগী সদস্য;

(গ) গ্রুপ;

(ঘ) শহর সমিতি।

(৪) যৌথ চেম্বার অব কমার্স এন্ড ইন্ডাস্ট্রি, বাংলাদেশ ভিত্তিক এসোসিয়েশন, শহর সমিতি ও গ্রুপের অনুমোদিত সংঘবিধিতে উল্লিখিত ধরন অনুযায়ী সদস্য থাকিবে।

(৫) কোনো শহর সমিতি বা গ্রুপ, ফেডারেশন অথবা বাংলাদেশভিত্তিক এসোসিয়েশনের সদস্য হইতে পারিবে না।

(৬) বাংলাদেশে নিবন্ধিত কোনো কোম্পানি এবং সরকার কর্তৃক নির্ধারিত কোনো ব্যবসায়ী বা বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান আইনের ধারা ২২ এর বিধান অনুসরণের পাশাপাশি হালনাগাদ আয়কর রিটার্ন সার্টিফিকেট বা রিটার্ন দাখিলের প্রাপ্তি স্বীকার পত্র বা শুল্ক-কর নিবন্ধনপত্রে উল্লিখিত শ্রেণির ব্যবসা ব্যতীত অন্য কোনো শ্রেণির এসোসিয়েশনের সদস্য হইতে পারিবেন না।

(৭) বিদেশি কোনো নাগরিক সংশ্লিষ্ট ব্যবসায় বিনিয়োগ করিলে বাণিজ্য সংগঠনের সদস্য হইতে পারিবেন।

(৮) যৌথ চেম্বার অব কমার্স এন্ড ইন্ডাস্ট্রির ক্ষেত্রে প্রতি ৫ (পাঁচ) জন বাংলাদেশি ব্যবসায়ীর বিপরীতে অন্যূন ২ (দুই) জন সংশ্লিষ্ট দেশের বিদেশি ব্যবসায়ী অন্তর্ভুক্ত থাকিতে হইবে এবং যৌথ চেম্বার অব কমার্স এন্ড ইন্ডাস্ট্রির সদস্য শ্রেণি সংশ্লিষ্ট চেম্বারের সংঘবিধি দ্বারা নির্ধারিত হইবে।

১২। **ট্রেড লাইসেন্স, ইত্যাদি দাখিল।**—(১) ফেডারেশন ব্যতীত অন্য কোনো বাণিজ্য সংগঠনের সদস্য হইবার জন্য আবেদনকারী কর্তৃক ট্রেড লাইসেন্স, হালনাগাদ আয়কর রিটার্ন সার্টিফিকেট বা, ক্ষেত্রমত, রিটার্ন দাখিলের প্রাপ্তি স্বীকার পত্র দাখিল করিতে হইবে এবং পরবর্তীতে প্রতি বৎসর ৩০ এপ্রিল তারিখের মধ্যে নবায়নকৃত ট্রেড লাইসেন্স ও হালনাগাদ আয়কর রিটার্ন সার্টিফিকেট অথবা রিটার্ন দাখিলের প্রাপ্তি স্বীকারপত্র দাখিল করিতে হইবে।

(২) উপ-বিধি (১) এ বর্ণিত কোনো দালিলাদি দাখিলে বিলম্ব হইলে যুক্তিসংগত কারণ প্রদর্শনপূর্বক নির্বাহী কমিটি বা, ক্ষেত্রমত, প্রশাসকের নিকট সময় বৃদ্ধির আবেদন করা যাইবে।

(৩) উপ-বিধি (২) এর অধীন অনধিক ২ (দুই) মাস পর্যন্ত সময় বৃদ্ধি করা যাইবে, তবে, উক্তরূপে কোনো সময় বৃদ্ধি করা না হইলে সদস্য পদ বাতিল হইবে।

(৪) ফেডারেশনের ক্ষেত্রে, উহার অধিভুক্ত বাণিজ্য সংগঠন ফেডারেশনের সাধারণ পরিষদে প্রতিনিধি প্রেরণের ক্ষেত্রে উক্ত প্রতিনিধিগণের তালিকা প্রেরণ করিবে এবং তাহাদের নিজ নিজ হালনাগাদ ট্রেড লাইসেন্সের এবং হালনাগাদ আয়কর রিটার্ন সার্টিফিকেট বা আয়কর রিটার্ন দাখিলের প্রাপ্তি স্বীকারপত্রের অনুলিপি ফেডারেশনের নির্বাহী কমিটির নির্দেশ মোতাবেক দাখিল করিবে।

১৩। **বাণিজ্য সংগঠনের অধিভুক্তি।**—(১) লাইসেন্স প্রাপ্তির ৬০ (ষাট) দিনের মধ্যে—

(ক) সকল চেম্বার ও এসোসিয়েশন ফেডারেশনের সংঘবিধি ও সংঘস্মারকের বিধান অনুসারে, ফেডারেশনের সহিত; এবং

(খ) শহর সমিতি ও গ্রুপ, সংশ্লিষ্ট জেলা চেম্বার অব কমার্স এন্ড ইন্ডাস্ট্রির সংঘবিধি অনুসারে উক্ত চেম্বারের সহিত, অধিভুক্তির জন্য আবেদন করিবে।

(২) নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বাণিজ্য সংগঠনের অধিভুক্তির জন্য আবেদন করা না হইলে উক্ত বাণিজ্য সংগঠনের লাইসেন্স বাতিল বলিয়া গণ্য হইবে।

(৩) উপ-বিধি (১)-এর অধীন অধিভুক্তির জন্য কোনো বাণিজ্য সংগঠন আবেদন করিলে উক্ত আবেদন প্রাপ্তির ৬০ (ষাট) দিনের মধ্যে ফেডারেশন বা, ক্ষেত্রমত, উক্ত জেলা চেম্বার আবেদনকারী সংগঠনকে শুনানির যুক্তিসঙ্গাত সুযোগ প্রদান করিয়া-

(ক) অধিভুক্তি মঞ্জুর করিবে; অথবা

(খ) লিখিতভাবে কারণ উল্লেখপূর্বক আবেদন না-মঞ্জুর করিয়া বিষয়টি উক্ত সংগঠনকে অবহিত করিবে।

(৪) উপ-বিধি (৩) এর অধীন কোনো আবেদন না-মঞ্জুর করা হইলে আবেদনকারী বাণিজ্য সংগঠন না-মঞ্জুর আদেশের ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে মহাপরিচালকের নিকট **তফসিলে উল্লিখিত ফি** প্রদানপূর্বক **ফরম-ছ** অনুসারে আপিল করিতে পারিবে।

(৫) এই বিধি অনুসারে অধিভুক্ত হইলে সংশ্লিষ্ট বাণিজ্য সংগঠন ফেডারেশন বা, ক্ষেত্রমত, সংশ্লিষ্ট জেলা চেম্বার অব কমার্স এন্ড ইন্ডাস্ট্রির সদস্য হইবে এবং ফেডারেশন বা উক্ত চেম্বারের সংঘবিধি ও অন্যান্য নিয়মাবলি পরিপালন করিবে।

১৪। **বাণিজ্য সংগঠনের শ্রেণিবিন্যাস, চাঁদার হার, ইত্যাদি নির্ধারণ।**—(১) আইনের ধারা ১১ এর উদ্দেশ্যপূরণকল্পে, সরকার সকল চেম্বার ও এসোসিয়েশনকে নিম্নবর্ণিত দুইটি শ্রেণিতে বিভক্ত করিবে, যথা:—

(ক) ক শ্রেণি- যেক্ষেত্রে বাণিজ্য সংগঠনের সদস্য সংখ্যা ৫০০ (পাঁচশত) বা ততোধিক; এবং

(খ) খ শ্রেণি- যেক্ষেত্রে বাণিজ্য সংগঠনের সদস্য সংখ্যা ৫০০ (পাঁচশত) এর কম:

তবে শর্ত থাকে যে, কোনো বাণিজ্য সংগঠনের সদস্য সংখ্যা ৫০০ (পাঁচশত) বা ততোধিক হইলেও উহা খ শ্রেণির জন্য প্রযোজ্য ভর্তি ফি এবং বার্ষিক চাঁদার হার নির্ধারণ করিলে উহা খ শ্রেণি হিসাবে গণ্য হইবে এবং কোনো বাণিজ্য সংগঠনের সদস্য সংখ্যা ৫০০ (পাঁচশত) এর কম হইলেও বিনিয়োগের পরিমাণ, কর্মসংস্থান, প্রদত্ত রাজস্ব, জাতীয় অর্থনীতিতে অবদান, সংশ্লিষ্ট অঞ্চল বা খাতের ব্যবসা, শিল্প, বাণিজ্য ও সেবাখাতের তুলনামূলক গুরুত্ব, উহার স্থায়ী দপ্তর, সম্পদের পরিমাণ, আয়-ব্যয়ের পরিমাণ ও তথ্যপ্রযুক্তি ব্যবহারের সক্ষমতা ইত্যাদি মহাপরিচালক কর্তৃক পর্যালোচনা এবং অনুমোদন সাপেক্ষে উহাকে ক শ্রেণির বাণিজ্য সংগঠন হিসাবে তালিকাভুক্ত করা যাইবে।

(২) বিদ্যমান ক শ্রেণিভুক্ত বাণিজ্যসংগঠনসমূহ মহাপরিচালক কর্তৃক ভিন্নরূপ কোনো নির্দেশনা প্রদান না করা পর্যন্ত উহা অব্যাহত থাকিবে।

(৩) প্রত্যেক বাণিজ্য সংগঠনের সদস্যগণ নিম্নবর্ণিত হারে ন্যূনতম এককালীন ভর্তি ফিসহ বার্ষিক চাঁদা প্রদান করিবে, যথা:—

সদস্য	এককালিন ভর্তি ফি		সদস্য	
	ক-শ্রেণি	খ-শ্রেণি	ক-শ্রেণি	খ-শ্রেণি
	টাকা	টাকা	টাকা	টাকা
সাধারণ সদস্য	১৫,০০০	১০,০০০	৫,০০০	৩,০০০
এসোসিয়েট সদস্য	১৫,০০০	১০,০০০	৫,০০০	৩,০০০
টাউন এসোসিয়েশন	২০,০০০	১০,০০০	৫,০০০	৩,০০০
গ্রুপ	১০,০০০	৫,০০০	১০,০০০	৫,০০০

(৪) প্রত্যেক শ্রেণির বাণিজ্য সংগঠন নিম্নবর্ণিত হারে ফেডারেশনকে এককালীন ভর্তি ফিসহ বার্ষিক চাঁদা প্রদান করিবে, যথা:—

বাণিজ্য সংগঠনের শ্রেণি	এককালীন অধিভুক্তি ফি		বার্ষিক চাঁদা	
	চেম্বার	এসোসিয়েশন	চেম্বার	এসোসিয়েশন
	টাকা	টাকা	টাকা	টাকা
ক-শ্রেণি	৫,০০,০০০	৪,০০,০০০	১,০০,০০০	৭৫,০০০
খ-শ্রেণি	৩,০০,০০০	২,০০,০০০	৭৫,০০০	৬০,০০০
সহযোগী সদস্য সংগঠন	২,০০,০০০	-	২,০০,০০০	-

(৫) ফেডারেশনের ২ (দুই) বৎসর মেয়াদের জন্য গঠিত সাধারণ পরিষদের প্রত্যেক সদস্য এককালীন ২০,০০০ (বিশ হাজার) টাকা নিবন্ধন ফি প্রদান করিবে।

(৬) প্রত্যেক বাণিজ্য সংগঠন উহার ন্যূনতম ফি ও চাঁদা এবং সদস্যগণ কর্তৃক প্রদেয় ভর্তি ফি বা, ক্ষেত্রমত, অধিভুক্তি ফি বা বার্ষিক চাঁদা উহার সংঘবিধিতে নির্ধারণ করিতে পারিবে এবং অধিভুক্তি ফি বা বার্ষিক চাঁদার সর্বোচ্চ হার সংঘবিধিতে উল্লেখ থাকিতে হইবে।

(৭) কোনো বাণিজ্য সংগঠন উপ-বিধি (৮) এর বিধান সাপেক্ষে, উপ-বিধি (৩) এ বর্ণিত হারের অতিরিক্ত হারে ভর্তি ফি ও বার্ষিক চাঁদা আদায় করিতে পারিবে।

(৮) উপ-বিধি (৩) এ বর্ণিত হারের অতিরিক্ত হারে ফি বা চাঁদা আদায় করিতে চাহিলে উহার প্রস্তাব বাণিজ্য সংগঠনের বিশেষ সাধারণ সভায় সদস্যগণের এক চতুর্থাংশের উপস্থিতিতে অনুমোদিত হইতে হইবে এবং উক্ত প্রস্তাব বিশেষ সাধারণ সভার কার্যবিবরণীর কপি ও উপস্থিতি স্বাক্ষরের কপি বা উহাদের সত্যায়িত অনুলিপিসহ মহাপরিচালকের নিকট দাখিল করিতে হইবে এবং সরকারের অনুমোদনক্রমে, উক্ত হার কার্যকর হইবে।

(৯) ফেডারেশনের প্রত্যেক সদস্য সংগঠনকে প্রতি বৎসর ৩১শে মার্চ তারিখের মধ্যে চাঁদা পরিশোধ করিতে হইবে, তবে উক্ত সময়সীমা অনধিক ১ (এক) মাস পর্যন্ত বৃদ্ধি করা যাইবে:

তবে শর্ত থাকে যে, এই বিধিমালা কার্যকর হইবার পর প্রথম নির্বাচনের পূর্বে চাঁদা প্রদানের সর্বশেষ সময়সীমা চেম্বার বা এসোসিয়েশনের পরিচালনা পর্ষদ বা, ক্ষেত্রমত, প্রশাসক কর্তৃক নির্ধারণ করা যাইবে।

(১০) ফেডারেশন ব্যতীত অন্যান্য বাণিজ্য সংগঠনের নিজস্ব সংঘবিধিতে প্রতি বৎসর বার্ষিক চাঁদা পরিশোধের সর্বশেষ তারিখ নির্ধারণ করিতে হইবে, তবে উক্ত সময়সীমা, অনধিক ১ মাস পর্যন্ত বৃদ্ধি করা যাইবে।

(১১) নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে চাঁদা পরিশোধ করা না হইলে, সংশ্লিষ্ট বাণিজ্য সংগঠনের উক্ত সদস্য বা ফেডারেশনের ক্ষেত্রে, উক্ত সদস্য সংগঠনকে খেলাপি সদস্য বা, ক্ষেত্রমত, খেলাপি সদস্য সংগঠন হিসাবে গণ্য করিয়া তাহার অধিভুক্তি স্থগিত করা হইবে।

(১২) উপ-বিধি (১১) এর অধীন কোনো সদস্য বা সদস্য সংগঠনের অধিভুক্তি স্থগিত করা হইলে উক্ত সদস্য বা, ক্ষেত্রমত, সদস্য সংগঠন বকেয়া চাঁদার সহিত সমপরিমাণ অর্থ জরিমানা হিসাবে প্রদান করিয়া উহার অধিভুক্তি পুনর্বহালের জন্য সংশ্লিষ্ট সংগঠনের নির্বাহী কমিটি বা, ক্ষেত্রমত, পরিচালনা পর্ষদের নিকট আবেদন করিতে পারিবে এবং কমিটি বা পর্ষদ তদবিবেচনায় আবেদনটি নিষ্পত্তি করিবে।

(১৩) বিধি (১২) এর অধীন কোনো আবেদন নিষ্পত্তি করা হইলে উহা আবেদন দাখিলের তারিখ হইতে কার্যকর হইবে।

১৫। **বাণিজ্য সংগঠনের দায়িত্ব ও সুবিধাদি।**—(১) বাণিজ্য সংগঠন নিম্নরূপ দায়িত্ব পালন করিবে, যথা:—

(ক) ব্যবসা-বাণিজ্য ও শিল্প সংক্রান্ত বিষয়ে উহাদের মতামত সরকারের নিকট পেশ করা;

(খ) ব্যবসা-বাণিজ্য ও শিল্প সম্পর্কিত নীতি প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে, সরকারকে প্রয়োজনীয় পরামর্শ প্রদান;

(গ) ব্যবসা-বাণিজ্য ও শিল্প সম্পর্কে বিদেশে অনুষ্ঠিত সভা, সেমিনার, ওয়ার্কশপ বা সম্মেলনে প্রতিনিধি বা পর্যবেক্ষক প্রেরণ;

(ঘ) ব্যবসা-বাণিজ্য, শুল্ক, মূল্য সংযোজন কর ও আয়কর বিষয়ক আইন, বিধিমালা, প্রবিধানমালা, প্রজ্ঞাপন, ইত্যাদি প্রণয়ন বা সংশোধনীর উপর মতামত ব্যক্তকরণ এবং আলোচনায় অংশগ্রহণ;

(ঙ) সরকারি সংস্থা, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বিভিন্ন সংস্থায় নিজ নিজ স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয়সহ আর্থিক, শিল্প এবং সেবা খাত সংক্রান্ত বাণিজ্যিক নীতিমালা প্রণয়নে অংশগ্রহণ, বক্তব্য প্রদান, প্রয়োজনীয় সুপারিশ পেশ এবং সংশ্লিষ্ট বিষয়ে সরাসরি আলোচনায় অংশগ্রহণ; এবং

(চ) ফেডারেশনসহ সংশ্লিষ্ট বাণিজ্য সংগঠন কর্তৃক শিল্প, বাণিজ্য, সেবা খাতসহ দেশের সার্বিক অর্থনৈতিক স্বার্থ সংরক্ষণ ও উন্নয়নে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে দ্বিপাক্ষিক ও বহুপাক্ষিক আলোচনা ও নীতি নির্ধারণের বিষয়ে সরকারের বিবেচনার জন্য সুপারিশ ও পরামর্শ প্রদান।

(২) সরকার, শিল্প, বাণিজ্য, বিনিয়োগ, সেবা খাত সম্পর্কিত আইন, অধ্যাদেশ, বিধিমালা, প্রবিধানমালা, প্রজ্ঞাপন, আদেশ বা অন্যান্য নির্দেশাবলি সকল বাণিজ্য সংগঠনকে সরবরাহ করিবার ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য ফেডারেশনের নিকট প্রেরণ করিবে।

১৬। **বাণিজ্য সংগঠনের সংঘবিধি ও সংঘস্মারক।**– (১) প্রত্যেক বাণিজ্য সংগঠনের কোম্পানী আইন, ১৯৯৪ অনুসারে সংঘবিধি ও সংঘস্মারক থাকিবে এবং উহা সরকার কর্তৃক অনুমোদিত হইতে হইবে।

(২) প্রত্যেক বাণিজ্য সংগঠনের একটি নিবন্ধিত কার্যালয় থাকিবে এবং উহার সংঘবিধিতে কার্যালয়ের ঠিকানাসহ লিপিবদ্ধ করিতে হইবে।

১৭। **বাণিজ্য সংগঠনের সংঘবিধি ও সংঘস্মারক সংশোধন, ইত্যাদি।**––(১) আইনের ধারা ১৩ এর বিধান সাপেক্ষে, কোনো বাণিজ্য সংগঠনের সংঘবিধি ও সংঘস্মারক সংশোধন বা রহিতকরণের ক্ষেত্রে––

(ক) বাণিজ্য সংগঠনের বার্ষিক সাধারণ সভা বা বিশেষ সাধারণ সভার হালনাগাদ বৈধ সদস্যদের অন্যূন এক তৃতীয়াংশ সদস্যের উপস্থিতিতে এবং উপস্থিত সদস্যদের মধ্যে অন্যূন দুই তৃতীয়াংশ সদস্যের সম্মতিতে প্রস্তাবটি গৃহীত হইতে হইবে;

(খ) বাণিজ্য সংগঠনের বার্ষিক সাধারণ সভা বা বিশেষ সাধারণ সভার সদস্যদের হাজিরা তালিকা ও নির্বাহী কমিটি কর্তৃক স্বাক্ষরিত কার্যবিবরণীসহ প্রস্তাবিত সংঘবিধি ও সংঘস্মারক সংশোধন, সংযোজন, পরিবর্তন অনুমোদনের জন্য **ফরম-জ** অনুসারে **তফসিলে উল্লিখিত ফি** জমা প্রদানপূর্বক আবেদন দাখিল করিতে হইবে;

(গ) দফা (খ) এ বর্ণিত আবেদন সরকার কর্তৃক অনুমোদিত হইলে তদ্‌নুযায়ী সংঘবিধি ও সংঘস্মারক সংশোধনপূর্বক, সংশ্লিষ্ট অনুচ্ছেদে ফুটনোটসহ সংশোধনী পরিশিষ্ট আকারে সংযোজনপূর্বক ই- মহাপরিচালকের নিকট মেইলের মাধ্যমে প্রেরণসহ ৪ (চার) কপি প্রেরণ করিতে হইবে;

(ঘ) মহাপরিচালক প্রস্তাবিত সংশোধনী যৌথমূলধন কোম্পানি ও ফার্মসমূহের পরিদপ্তরে সত্যায়নের জন্য প্রেরণ করিবেন;

(ঙ) যৌথমূলধন কোম্পানি ও ফার্মসমূহের পরিদপ্তর দফা (ঘ) এর অধীন সত্যায়নের জন্য প্রেরিত দলিলাদি প্রাপ্তির ৭ (সাত) কর্মদিবসের মধ্যে উহা সত্যায়ন করিয়া ১ (এক) কপি সংরক্ষণ করিবে এবং ৩ (তিন) কপি মহাপরিচালকের নিকট প্রেরণ করিবে;

(চ) মহাপরিচালক দফা (ঙ) অনুযায়ী প্রাপ্ত ৩ (তিন) কপি হইতে ১ (এক) কপি সংরক্ষণ করিবেন এবং অবশিষ্ট ২ (দুই) কপি বাণিজ্য সংগঠনের নিকট প্রদান করিবেন।

(২) যৌথমূলধন কোম্পানি ও ফার্মসমূহের পরিদপ্তর কর্তৃক সত্যায়ন করিবার পর বাণিজ্য সংগঠনের সংঘবিধি ও সংঘস্মারক সংশোধন কার্যকর হইবে।

১৮। **বাণিজ্য সংগঠনের নির্বাহী কমিটি, পরিচালনা পর্ষদ, ইত্যাদি।**―(১) প্রত্যেক বাণিজ্য সংগঠনের একটি নির্বাচিত নির্বাহী কমিটি বা, ক্ষেত্রমত, পরিচালনা পর্ষদ থাকিবে এবং উহার সদস্য সংখ্যা, ফেডারেশন ব্যতীত অন্যান্য বাণিজ্য সংগঠনের ক্ষেত্রে, উহার সংঘবিধি দ্বারা নির্ধারিত হইবে।

(২) সকল বাণিজ্য সংগঠনের নির্বাহী কমিটি বা পরিচালনা পর্ষদের সভাপতি, সিনিয়র সহ-সভাপতি, সহ-সভাপতি, যে নামেই অভিহিত হউক না কেন, এবং পরিচালক বা নির্বাহী কমিটির সদস্যগণ অন্যান্য সদস্যগণের প্রত্যক্ষ ও গোপন ভোটের মাধ্যমে নির্বাচিত হইবেন।

(৩) ফেডারেশন এবং অন্যান্য বাণিজ্য সংগঠনের নির্বাহী কমিটি বা পরিচালনা পর্ষদের মেয়াদ হইবে দায়িত্ব গ্রহণের তারিখ হইতে ২৪ (চব্বিশ) মাস।

(৪) ফেডারেশনসহ সকল বাণিজ্য সংগঠনের নির্বাহী কমিটি বা পরিচালনা পর্ষদে কোনো ব্যক্তি পরপর ২ (দুই) মেয়াদ শেষে অন্যূন একটি নির্বাচনে অংশগ্রহণ না করিয়া পরবর্তীতে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করিতে পারিবেন।

(৫) বাণিজ্য সংগঠন বিধিমালা, ১৯৯৪ এবং এই বিধিমালার আওতায় নির্বাচিত বা মনোনীত সকল প্রতিনিধির ক্ষেত্রে উপ-বিধি (৪) এর বিধান প্রযোজ্য হইবে।

১৯। **ভোটাধিকার।**―(১) ফেডারেশন ব্যতীত অন্যান্য বাণিজ্য সংগঠনের প্রত্যেক সদস্য উক্ত সংগঠনের নির্বাহী কমিটির প্রত্যেক সদস্য নির্বাচনের জন্য একটি করিয়া ভোট দিতে পারিবেন:

তবে শর্ত থাকে যে,―

(ক) এই বিধিমালা প্রবর্তনের তারিখে বিদ্যমান কোনো বাণিজ্য সংগঠনের সংঘবিধিতে আনুপাতিক প্রতিনিধিত্বের ভিত্তিতে ভোট প্রয়োগের বিধান থাকিলে, এইরূপ বিধান উক্ত সংগঠন কর্তৃক পরিবর্তন না করা পর্যন্ত উহার সদস্যগণ আনুপাতিক প্রতিনিধিত্বের ভিত্তিতে প্রয়োজনীয় সংখ্যক ভোট প্রয়োগে অধিকারী হইবেন; এবং

(খ) জেলা চেম্বার অব কমার্স এন্ড ইন্ডাস্ট্রিতে কোনো গ্রুপ বা শহর সমিতি সদস্যভুক্ত থাকিলে উক্ত গ্রুপ বা শহর সমিতি একটির অধিক ভোট দিতে পারিবে কি না এবং উক্ত গ্রুপ বা শহর সমিতির জন্য কোনো আসন সংরক্ষিত থাকিবে কি না তৎসম্পর্কে সংঘবিধিতে বিধান করা যাইবে।

(২) ফেডারেশনের ক্ষেত্রে, উহার সদস্যগণ কর্তৃক প্রদেয় ভোট সংখ্যা বিধি ৩০ অনুসারে নির্ধারিত হইবে।

(৩) সংশ্লিষ্ট বাণিজ্য সংগঠনের নির্বাচনের তারিখের পূর্ববর্তী ১৮০ (একশত আশি) দিনের মধ্যে সদস্য হইয়াছেন বা নির্বাচনের তারিখের পূর্ববর্তী ১২০ (একশত বিশ)তম দিন পর্যন্ত সংগঠনের প্রাপ্য চাঁদা বকেয়া রাখিয়াছেন এইরূপ কোনো সদস্য উক্ত নির্বাচনে ভোট দিতে পারিবেন না:

তবে শর্ত থাকে যে, এই বিধিমালা কার্যকর হইবার পর প্রথম নির্বাচনের ক্ষেত্রে নির্বাচনের তারিখের পূর্ববর্তী ১২০ (একশত বিশ) দিনের মধ্যে সদস্য হইয়াছেন বা নির্বাচনের তারিখের পূর্ববর্তী ৬০ (ষাট)তম দিন পর্যন্ত সংগঠনের প্রাপ্য চাঁদা বকেয়া রাখিয়াছেন এইরূপ কোনো সদস্য উক্ত নির্বাচনে ভোট দিতে পারিবেন না।

(৪) আমমোক্তারনামা প্রদানের মাধ্যমে ভোটার মনোনয়ন প্রদান করা যাইবে না।

(৫) কোনো বাণিজ্য সংগঠনে এক ব্যক্তির মালিকানাধীন একাধিক কোম্পানির TIN বা BIN-সমৃদ্ধ প্রতিষ্ঠান থাকিলে তিনি সকল প্রতিষ্ঠানের জন্য ভোটাধিকার প্রাপ্য হইবেন এবং উক্ত ভোট কোনোক্রমেই হস্তান্তরযোগ্য হইবে না:

তবে শর্ত থাকে যে, এইরূপ ভোটাধিকার প্রাপ্ত ব্যক্তি নির্বাচনে একাধিক পদে প্রার্থী হইতে পারিবেন না।

(৬) কোনো বাণিজ্য সংগঠনে একাধিক ব্যক্তির মালিকানাধীন একটি প্রতিষ্ঠান থাকিলে মালিকগণের সর্বসম্মত সিদ্ধান্তক্রমে যেকোনো একজন মালিককে ভোট প্রদানের জন্য লিখিতভাবে মনোনয়ন প্রদান করা যাইবে, তবে উক্ত প্রতিষ্ঠানের কোনো কর্মকর্তা বা কর্মচারী ভোটার হইতে পারিবেন না এবং উক্তরূপ বিধান একাধিক ব্যক্তির মালিকানাধীন একাধিক TIN বা BIN-সমৃদ্ধ প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হইবে।

২০। **নির্বাচন বোর্ড ও আপিল বোর্ড।**—(১) ফেডারেশনসহ সকল বাণিজ্য সংগঠনের নির্বাহী কমিটি বা, ক্ষেত্রমত, পরিচালনা পর্ষদকে উহার পরবর্তী নির্বাহী কমিটি বা পরিচালনা পর্ষদের নির্বাচন অনুষ্ঠানের জন্য নির্বাচনের তারিখের অন্যূন ৯০ (নব্বই) দিন পূর্বে ১ (এক) জন চেয়ারম্যান ও অন্যূন ২ (দুই) জন সদস্য সমন্বয়ে একটি নির্বাচন বোর্ড এবং ১ (এক) জন চেয়ারম্যান ও ২(দুই) জন সদস্য সমন্বয়ে নির্বাচন আপিল বোর্ড গঠন করিতে হইবে।

(২) নির্বাচন বোর্ড আইন, এই বিধিমালা এবং সংশ্লিষ্ট সংঘবিধি অনুসারে সুষ্ঠুভাবে নির্বাচন সম্পন্ন করিবার উদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় সংখ্যক নির্বাচনী কর্মকর্তা নিযুক্ত করিয়া নির্বাচন পরিচালনা করিবেন।

(৩) ফেডারেশনসহ সংশ্লিষ্ট সকল বাণিজ্য সংগঠনের বিদ্যমান নির্বাহী কমিটি বা, ক্ষেত্রমত, পরিচালনা পর্ষদের কোনো সদস্য বা নির্বাচনের কোনো প্রার্থী বা প্রার্থীর মনোনয়নকারী বা সমর্থনকারী উক্ত বাণিজ্য সংগঠনের নির্বাচন বোর্ড বা নির্বাচন আপিল বোর্ডে চেয়ারম্যান বা সদস্য হইতে পারিবেন না।

(৪) নির্বাচন বোর্ড ও নির্বাচন আপিল বোর্ড আইন, এই বিধিমালার বিধান এবং সংশ্লিষ্ট বাণিজ্য সংগঠনের নির্বাচন সংক্রান্ত অন্যান্য বিধান অনুসারে নির্বাচন পরিচালনা, নির্বাচনী বিরোধ বা আপত্তি নিষ্পত্তি ও প্রয়োজনীয় অন্যান্য কার্যক্রম গ্রহণ করিবে।

২১। **নির্বাচনী তফসিল**।—(১) নির্বাচন বোর্ড সংশ্লিষ্ট সংঘবিধি অনুযায়ী নির্বাহী কমিটির সদস্য বা পরিচালনা পর্ষদের পরিচালকসহ উহার সভাপতি, সিনিয়র সহ-সভাপতি ও সহ-সভাপতি পদে, যে নামেই অভিহিত হউক না কেন, নির্বাচনের জন্য নির্বাচনের তারিখের অন্যূন ৮০ (আশি) দিন পূর্বে একটি নির্বাচনী তফসিল জারি করিবে।

(২) উপ-বিধি (১) এ উল্লিখিত নির্বাচনী তফসিলে নিম্নবর্ণিত বিষয়াদির উল্লেখ থাকিবে, যথা:—

(ক) প্রাথমিক ভোটার তালিকা প্রকাশের তারিখ;

(খ) প্রাথমিক ভোটার তালিকায় কোনো ভোটারের নাম অন্তর্ভুক্তি বা উহা হইতে কোনো নাম বাতিলের জন্য আপিল বোর্ডের নিকট আপত্তি দাখিলের তারিখ ও উহা নিষ্পত্তির তারিখ;

(গ) চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশের তারিখ;

(ঘ) প্রার্থীর মনোনয়নপত্র দাখিলের তারিখ, যাহা নির্বাচন অনুষ্ঠানের তারিখের অন্যূন ৩০ (ত্রিশ) দিন পূর্বের কোনো তারিখ হইবে;

(ঙ) মনোনয়ন পত্র বাছাইয়ের তারিখ ও সময় এবং বৈধভাবে মনোনীত প্রার্থীদের তালিকা প্রকাশের তারিখ;

(চ) মনোনয়ন পত্র বাতিল সম্পর্কে আপিল বোর্ডের নিকট আপত্তি দাখিলের তারিখ ও উহা নিষ্পত্তির তারিখ;

(ছ) বৈধ মনোনীত প্রার্থীদের চূড়ান্ত তালিকা প্রকাশের তারিখ;

(জ) প্রার্থিতা প্রত্যাহারের তারিখ;

(ঝ) প্রার্থিতা প্রত্যাহারের পর পুনরায় চূড়ান্ত তালিকা প্রার্থী তালিকা প্রকাশের তারিখ;

(ঞ) নির্বাচন অনুষ্ঠান, ভোট গণনা ও ফলাফল প্রকাশের তারিখ;

(ট) নির্বাচন ফলাফলের বিরুদ্ধে আপিল বোর্ডের নিকট আপত্তি দাখিলের তারিখ ও উহা নিষ্পত্তির তারিখ।

(২) ফেডারেশনের ক্ষেত্রে নির্বাচনী তফসিল উহার ওয়েবসাইট ও নোটিশ বোর্ডে প্রদর্শন করিতে হইবে এবং ই-মেইল যোগে চূড়ান্ত সদস্য তালিকাভুক্ত সকল বাণিজ্য সংগঠনের নিকট প্রেরণ করিতে হইবে।

(৩) ফেডারেশন ব্যতীত অন্যান্য বাণিজ্য সংগঠনের ক্ষেত্রে নির্বাচনী তফসিল সংশ্লিষ্ট বাণিজ্য সংগঠনের ওয়েবসাইট ও নোটিশ প্রদর্শন বোর্ডে করিতে হইবে এবং তালিকাভুক্ত সকল সদস্যগণের নিকট প্রেরণ করিতে হইবে।

২২। **ভোটার তালিকা**।—(১) ফেডারেশনের নির্বাচনের তফসিল জারির ১৫ (পনেরো) দিনের মধ্যে নিবন্ধিত এবং তালিকাভুক্ত সকল বাণিজ্য সংগঠনকে নোটারি পাবলিক কর্তৃক সত্যায়িত সনদের মাধ্যমে নিম্নবর্ণিত কাগজপত্র সরাসরি নির্বাচন বোর্ডের নিকট দাখিল করিতে হইবে, যথা:—

(ক) হালনাগাদ নির্ধারিত নির্বাচন প্রতিবেদন;

(খ) বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠানের প্রতিবেদন;

(গ) বার্ষিক আয়-ব্যয়ের অডিট প্রতিবেদন;

(ঘ) মহাপরিচালক, রেজিষ্ট্রার, জয়েন্ট স্টক কোম্পানি এবং ফেডারেশনের নিকট দাখিল করা হালনাগাদ নথিপত্র;

(ঙ) নির্বাচনী তফসিল অনুসারে মনোনীত প্রতিনিধিদের তালিকা।

(২) নির্বাচন বোর্ড নির্বাচনের অন্যূন ৫০ (পঞ্চাশ) দিন পূর্বে একটি প্রাথমিক ভোটার তালিকা প্রকাশ করিবে এবং উহা সংশ্লিষ্ট বাণিজ্য সংগঠনের ওয়েবসাইটে ও অফিসের নোটিশ বোর্ডে সকল সদস্যের পরিদর্শনের জন্য অন্যূন ৩ (তিন) দিন উন্মুক্ত রাখিবে।

(৩) প্রাথমিক ভোটার তালিকায় কোনো নাম অন্তর্ভুক্তি বা বাতিলের বিষয়ে আপত্তি থাকিলে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি বা সংগঠন প্রাথমিক ভোটার তালিকা প্রকাশের পরবর্তী ৩ (তিন) দিনের মধ্যে আপিল বোর্ডের নিকট আপিল করিতে পারিবে।

(৪) আপিল বোর্ড উপ-বিধি (৩) এর অধীন আপিল প্রাপ্তির পরবর্তী ৩ (তিন) দিনের মধ্যে নির্বাচন বোর্ডের নিকট দাখিলকৃত কাগজপত্র পরীক্ষা ও সংশ্লিষ্ট পক্ষসমূহকে শুনানির যুক্তিসংগত সুযোগ প্রদানপূর্বক অভিযোগ নিষ্পত্তি করিয়া উহার সিদ্ধান্ত নির্বাচন বোর্ডকে অবহিত করিবে।

(৫) নির্বাচন বোর্ড উপ-বিধি (৪) এ উল্লিখিত সিদ্ধান্ত প্রাপ্তির পরবর্তী ২ (দুই) দিনের মধ্যে চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশ করিবে।

২৩। **প্রার্থী মনোনয়ন**।—(১) ভোটার তালিকায় নাম অন্তর্ভুক্ত নাই এইরূপ কোনো ব্যক্তি নির্বাচনে প্রার্থী বা তাহার প্রস্তাবকারী বা সমর্থনকারী হইতে পারিবেন না।

(২) কোনো বাণিজ্য সংগঠনের সংঘবিধিতে মনোনয়নপত্রের কোনো ফরম নির্ধারিত না থাকিলে নির্বাচন বোর্ড উক্ত ফরম নির্ধারণ করিতে পারিবে।

(৩) চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশের দিন হইতে পরবর্তী ৭ (সাত) দিনের মধ্যে নির্বাচনে আগ্রহী প্রার্থীগণ নিম্নবর্ণিত কাগজপত্রসহ সঠিকভাবে পূরণকৃত মনোনয়নপত্র নির্বাচন বোর্ডের নিকট দাখিল করিবেন, যথা:—

(ক) নোটারি পাবলিক কর্তৃক সত্যায়নের মাধ্যমে ঋণখেলাপী কিনা সে বিষয়ে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক প্রদত্ত মূল প্রত্যায়নপত্র;

(খ) নোটারি পাবলিক কর্তৃক সত্যায়নের মাধ্যমে কর, ভ্যাট, শুল্ক হালনাগাদ পরিশোধ করিয়াছেন কিনা সে বিষয়ে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কর্তৃক প্রদত্ত আয়কর, ভ্যাট রিটার্ন ও শুল্ক পরিশোধের মূল সনদপত্র;

(গ) ফৌজদারি অপরাধে দোষী সাব্যস্ত হইয়া কারাদণ্ডে দণ্ডিত কিনা এবং তাহার মুক্তি লাভের পর ৫ (পাঁচ) বৎসর অতিক্রান্ত হইয়াছে কিনা সে বিষয়ে পুলিশ ক্লিয়ারেন্সের মূল সনদ;

(ঘ) প্রয়োজনীয় অন্যান্য দলিলাদি।

(৪) মনোনয়নপত্র বাছাইয়ের সময় প্রার্থী স্বয়ং বা তাহার প্রতিনিধি, প্রস্তাবকারী ও সমর্থনকারী উপস্থিত থাকিতে পারিবেন।

(৫) নির্বাচন বোর্ড প্রাপ্ত মনোনয়নপত্র ও প্রার্থীগণের প্রেরিত কাগজপত্র পরীক্ষা করিয়া প্রার্থী মনোনয়নপত্র দাখিলের জন্য নির্ধারিত সর্বশেষ সময়ের পর ৭ (সাত) দিনের মধ্যে প্রাথমিক প্রার্থী তালিকা পরবর্তী প্রকাশ করিবে।

(৬) মনোনয়নপত্র জমা প্রদানকারী কোনো প্রার্থীর নাম প্রাথমিক প্রার্থী তালিকায় অন্তর্ভুক্ত না হইলে বা নির্বাচন বোর্ড কোনো মনোনয়নপত্র বাতিল করিলে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি প্রাথমিক প্রার্থী তালিকা প্রকাশের তারিখ হইতে ৩ (তিন) দিনের মধ্যে আপিল বোর্ডের নিকট আপিল করিতে পারিবেন।

(৭) আপিল বোর্ড আপিল প্রাপ্তির পরবর্তী ৩ (তিন) দিনের মধ্যে প্রার্থী কর্তৃক নির্বাচন বোর্ডের নিকট দাখিলকৃত মনোনয়ন পত্র পরীক্ষা-নিরীক্ষাপূর্বক সংশ্লিষ্ট পক্ষকে শুনানির যুক্তিসঙ্গত সুযোগ প্রদান করিয়া অভিযোগ নিষ্পত্তি করিবে এবং নির্বাচন বোর্ডকে উহার সিদ্ধান্ত অবহিত করিবে।

(৮) উপ-বিধি (৭) এর অধীন প্রাপ্ত সিদ্ধান্ত অনুসারে নির্বাচন বোর্ড বৈধ প্রার্থীগণের চূড়ান্ত তালিকা প্রকাশ করিবে।

(৯) চূড়ান্ত প্রার্থী তালিকা প্রকাশের ৩ (তিন) দিনের মধ্যে কোনো প্রার্থী পদ প্রত্যাহার করিতে চাহিলে নির্বাচন বোর্ডের নিকট উপস্থিত হইয়া নোটারী পাবলিক কর্তৃক সত্যায়িত লিখিত আবেদন দাখিল করিতে হইবে।

(১০) প্রার্থী পদ প্রত্যাহারের শেষ দিনে চূড়ান্ত প্রার্থী তালিকা ঘোষণা করা হইবে।

(১১) ফেডারেশনসহ সকল বাণিজ্য সংগঠনের নির্বাচনের ক্ষেত্রে প্রার্থীগণ নির্বাচনী তফসিলে প্রদত্ত আচরণ বিধি যথাযথভাবে প্রতিপালন করিবেন মর্মে নির্বাচন বোর্ড কর্তৃক প্রণীত নমিনেশন ফরমে স্ট্যাম্পসহ স্বাক্ষরিত ঘোষণা প্রদান করিবেন।

২৪। **অপ্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক নির্বাচন**।—(১) কোনো প্রার্থী কর্তৃক প্রার্থীতা প্রত্যাহারের পর যদি দেখা যায় যে, বৈধ প্রার্থীর সংখ্যা নির্বাচনযোগ্য পদের সমান বা তদপেক্ষা কম, তাহা হইলে ভোট গ্রহণের প্রয়োজন হইবে না এবং এইরূপ প্রার্থীগণ নির্বাচিত হইয়াছেন মর্মে ঘোষণা করা হইবে।

(২) বৈধ প্রার্থীর সংখ্যা নির্বাচনযোগ্য সদস্য সংখ্যা অপেক্ষা কম হইলে ভোটার তালিকার ভিত্তিতে উক্ত নির্বাচন তারিখের পরবর্তী ১৫ (পনেরো) দিনের মধ্যে অবশিষ্ট সদস্য পদের জন্য নির্বাচন অনুষ্ঠান করিতে হইবে এবং বাণিজ্য সংগঠনের ওয়েবসাইটে ও নোটিশ বোর্ডে নূতন করিয়া নির্বাচনী তফসিল ঘোষণা করিতে হইবে এবং এইক্ষেত্রে বিধি ২০ এর উপ-বিধি (১) এ উল্লিখিত সময়সীমা প্রযোজ্য হইবে না।

২৫। **প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক নির্বাচন পদ্ধতি।**—(১) চূড়ান্ত প্রার্থী তালিকা প্রকাশের পর যদি দেখা যায় যে, প্রার্থীর সংখ্যা নির্বাচনযোগ্য পদ অপেক্ষা বেশি তাহা হইলে চূড়ান্ত ভোটার তালিকায় অন্তর্ভুক্ত ব্যক্তিগণ কর্তৃক প্রদেয় ভোট গোপন ব্যালটের মাধ্যমে গৃহীত হইবে।

(২) চূড়ান্ত প্রার্থী তালিকা ঘোষণার অন্যূন ১০ (দশ) দিনের মধ্যে সভাপতি বা চেয়ারম্যান, সিনিয়র সহ-সভাপতি, সহ-সভাপতি, যে নামেই অভিহিত হউক না কেন, এবং পরিচালনা পর্ষদ বা, ক্ষেত্রমত, নির্বাহী কমিটির সদস্যপদে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হইবে এবং ফলাফল ঘোষণা করা হইবে।

(৩) ফেডারেশনের সভাপতি, সিনিয়র সহ-সভাপতি ও সহ-সভাপতি পদে নির্বাচনের ক্ষেত্রে চূড়ান্ত ভোটার তালিকাভুক্ত চেম্বার ও এসোসিয়েশন গ্রুপের সকল ভোটার ভোট প্রয়োগ করিতে পারিবেন।

(৪) ফেডারেশন ব্যতীত অন্যান্য বাণিজ্য সংগঠনের ক্ষেত্রে সভাপতি ও সহ-সভাপতি, যে নামেই অভিহিত হউক না কেন, এবং সকল নির্বাহী কমিটি বা পরিচালনা পর্ষদ সদস্যপদে নির্বাচনের ক্ষেত্রে চূড়ান্ত ভোটার তালিকাভুক্ত সকল ভোটার সরাসরি ভোট প্রদান করিবেন।

(৫) সংঘবিধিতে নির্ধারিত না থাকিলে নির্বাচন বোর্ড ব্যালট পত্রের ফরম নির্ধারণ করিতে পারিবে।

(৬) সর্বোচ্চ ভোটপ্রাপ্ত প্রার্থীগণকে নির্বাচিত ঘোষণা করিতে হইবে এবং কোনো ক্ষেত্রে উক্ত সর্বোচ্চ ভোট সমান হইলে লটারির মাধ্যমে প্রয়োজনীয় সংখ্যক প্রার্থীকে বাছাই করিয়া নির্বাচিত ঘোষণা করিতে হইবে এবং নির্বাচনের ফলাফল বাণিজ্য সংগঠনের ওয়েবসাইটে ও নোটিশ বোর্ডে প্রকাশ করিতে হইবে।

(৭) ফেডারেশনসহ সকল বাণিজ্য সংগঠনের নির্বাচনে নির্ধারিত নির্বাচনী বিধি প্রার্থী ও ভোটার কর্তৃক যথাযথভাবে অনুসরণ করা হইতেছে কিনা তাহা পর্যবেক্ষণের জন্য সংশ্লিষ্ট সংগঠনের নির্বাচন বোর্ড ৩ (তিন) সদস্য বিশিষ্ট একটি মনিটরিং কমিটি গঠন করিতে পারিবে এবং মনিটরিং কমিটির সদস্যগণ নির্বাচনে প্রার্থী হইতে পারিবেন না।

(৮) নির্বাচন অনুষ্ঠানের বিষয়ে কোনো আপত্তি থাকিলে নির্বাচনের ফলাফল প্রকাশের ২৪ (চব্বিশ) ঘন্টার মধ্যে আপিল বোর্ডের নিকট আপিল করা যাইবে এবং আপিল বোর্ড আপিল প্রাপ্তির ৪৮ (আটচল্লিশ) ঘন্টার মধ্যে আপত্তি নিষ্পত্তি করিয়া উহা নির্বাচন বোর্ডকে অবহিত করিবে এবং নির্বাচন বোর্ড পরবর্তী দিনে চূড়ান্ত ফলাফল ঘোষণা করিবেন।

(৯) নির্বাচনের ফলাফল সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট প্রার্থীর কোনো আপত্তি থাকিলে তিনি উক্ত ফলাফল প্রকাশের ৩ (তিন) দিনের মধ্যে নির্বাচন **তফসিলে উল্লিখিত নির্ধারিত ফি** পরিশোধ সাপেক্ষে আপিল বোর্ডের নিকট আপিল করিতে পারিবেন এবং আপত্তি দাখিলের শেষ তারিখের পরবর্তী ৩ (তিন) দিনের মধ্যে, সংশ্লিষ্ট পক্ষকে শুনানির সুযোগ প্রদানপূর্বক উক্ত আপত্তি নিষ্পত্তি করিয়া, আপিল বোর্ড উহার সিদ্ধান্ত নির্বাচন বোর্ডকে অবহিত করিবে।

(১০) উপ-বিধি (৮) বা (৯) অনুসারে নির্বাচন বোর্ড কর্তৃক ইতঃপূর্বে প্রকাশিত ফলাফল সংশোধনের প্রয়োজন হইলে নির্বাচন বোর্ড অবিলম্বে উক্ত ফলাফল সংশোধিত আকারে ওয়েবসাইটে ও নোটিশ বোর্ডে প্রকাশ করিবে।

২৬। **প্রক্সির মাধ্যমে ভোটদান নিষিদ্ধ।**—সকল বাণিজ্য সংগঠনের নির্বাচনে ভোটাদানের অধিকারী ব্যক্তিগণ ব্যক্তিগতভাবে উপস্থিত হইয়া ভোট প্রদান করিবেন।

২৭। **সাময়িক শূন্যতা।**—(১) নির্বাহী কমিটি বা, ক্ষেত্রমত, পরিচালনা পর্ষদের কোনো সদস্যের মৃত্যু, অসুস্থতা বা অন্য কোনো কারণে উক্ত সদস্য পদে সাময়িক শূন্যতা দেখা দিলে উক্ত কমিটি বা পর্ষদ উহার বিবেচনায় উপযুক্ত পদ্ধতিতে, বাণিজ্য সংগঠনের একজন সদস্যকে উক্ত শূন্য পদে নিযুক্ত করিতে পারিবে।

(২) উপ-বিধি (১) এর অধীন নিযুক্ত সদস্য বিকল্প সদস্য হিসাবে অভিহিত হইবেন এবং তিনি যে ব্যক্তির স্থলাভিষিক্ত হইবেন সেই ব্যক্তি পুনরায় দায়িত্ব গ্রহণ না করা পর্যন্ত অথবা, তাহার মৃত্যু হইয়া থাকিলে, তাহার বাকি মেয়াদ পর্যন্ত বহাল থাকিবেন।

(৩) উপ-বিধি (১) এর অধীন নির্বাচিত সদস্যের ক্ষেত্রে বিধি ২৯ (৫)-এর বিধান প্রযোজ্য হইবে না।

২৮। **জয়েন্ট ট্রেড ওয়ার্কিং কমিটি এর গঠন ও কার্যপরিধি।**—(১) আইনের ধারা ১৯ এ বর্ণিত জয়েন্ট ট্রেড ওয়ার্কিং কমিটি বা জেটিডবলিউসি নিম্নবর্ণিত সদস্য সমন্বয়ে গঠিত হইবে, যথা:—

(ক) মহাপরিচালক, যিনি ইহার আহ্বায়কও হইবেন;

(খ) এফবিসিসিআই কর্তৃক মনোনীত উহার সিনিয়র সহ সভাপতি ও চারজন পরিচালক;

(গ) জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কর্তৃক মনোনীত অতিরিক্ত কমিশনার পদমর্যযাদার একজন প্রতিনিধি;

(ঘ) অর্থ বিভাগ কর্তৃক মনোনীত যুগ্মসচিব পদমর্যাদার একজন প্রতিনিধি;

(ঙ) লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ কর্তৃক মনোনীত যুগ্মসচিব পদমর্যাদার একজন প্রতিনিধি;

(চ) বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক মনোনীত পরিচালক পদমর্যাদার একজন প্রতিনিধি;

(ছ) বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক মনোনীত উপসচিব পদমর্যাদার একজন প্রতিনিধি;

(জ) উপসচিব, বাণিজ্য সংগঠন - ১ শাখা, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, যিনি ইহার সদস্য-সচিবও হইবেন।

(২) কমিটি, প্রয়োজনে, সরকারি এবং বেসরকারি খাতের প্রতিনিধি বা বিশেষজ্ঞকে কমিটিতে কো-অপ্ট করিতে পারিবে।

(৩) কমিটির আহ্বায়ক প্রয়োজন অনুসারে সভা আহ্বান করিবেন, তবে প্রতি ৩ (তিন) মাসে কমিটির অন্যূন একটি সভা আয়োজন করিতে হইবে।

(৪) কমিটি, প্রয়োজনে, উহার কোনো সভায় অংশগ্রহণের জন্য এবং মতামত প্রদানের জন্য কোনো সরকারি এবং বেসরকারি খাতের প্রতিনিধি বা বিশেষজ্ঞকে আমন্ত্রণ জানাইতে পারিবে।

(৫) কমিটি আইনের ধারা ১৯ এর উপ-ধারা (২) এর দফা (ঙ) এর উদ্দেশ্যপূরণকল্পে, নিম্নবর্ণিত কার্যাবলি সম্পাদন করিবে, যথা:—

(ক) বাণিজ্য সংগঠন সংক্রান্ত বিভিন্ন আইন, বিধিমালা, প্রবিধানমালা, চুক্তি এবং আইনের মর্যাদাসম্পন্ন অন্যান্য দলিল পর্যালোচনা করা;

(খ) দফা (ক) এ উল্লিখিত দলিলাদি, প্রয়োজনে, সংশোধনে বা নূতনভাবে প্রণয়নের সুপারিশ করা।

(৬) কমিটি উহার কার্যাবলি সম্পাদনের জন্য প্রয়োজনীয় কার্যপ্রণালী প্রণয়ন করিবে।

২৯। **ফেডারেশনের বোর্ড অব ডিরেক্টরস গঠনের জন্য বিশেষ বিধান।**—(১) ফেডারেশনের সাধারণ পরিষদে জয়েন্ট চেম্বারসমূহ সহযোগী সদস্য হিসাবে বিবেচিত হইবে।

(২) ফেডারেশনের সাধারণ পরিষদ উহার অধিভুক্ত প্রতিটি এসোসিয়েশন ও চেম্বারের নিম্নরূপ প্রতিনিধি সমন্বয়ে গঠিত হইবে, যথা:—

এসোসিয়েশন	‘ক’ শ্রেণিভুক্ত	৫ (পাঁচ) জন
	‘খ’ শ্রেণিভুক্ত	৩ (তিন) জন
চেম্বার	‘ক’ শ্রেণিভুক্ত	৬ (ছয়) জন
	‘খ’ শ্রেণিভুক্ত	৪ (চার) জন

(৩) ফেডারেশনের অধিভুক্ত সকল বাণিজ্য সংগঠনসমূহের নির্বাচিত সভাপতি বা চেয়ারম্যান পদাধিকারবলে ফেডারেশনের সাধারণ পরিষদের সদস্য হিসাবে অন্তর্ভুক্ত হইবেন।

(৪) কোনো সদস্য সংস্থার সভাপতি বা চেয়ারম্যান পদ হইতে অব্যাহতি পাওয়া সত্ত্বেও তিনি সংশ্লিষ্ট মেয়াদে ফেডারেশনের সাধারণ পরিষদ সদস্য হিসাবে বহাল থাকিবেন:

তবে শর্ত থাকে যে, একই ব্যক্তি একাধিক বাণিজ্য সংগঠনের সভাপতি বা চেয়ারম্যান পদে অধিষ্ঠিত থাকিলে তিনি কেবল একটি বাণিজ্য সংগঠনের প্রতিনিধি হিসাবে ফেডারেশনের সাধারণ পরিষদের সদস্য হইবেন; এইক্ষেত্রে তাহার সভাপতিত্বে পরিচালিত অন্য সংগঠনের ক্ষেত্রে সেই সংগঠনের সংঘবিধি অনুযায়ী কার্যনির্বাহী পরিষদ বা পরিচালনা পর্ষদের পরবর্তী জ্যেষ্ঠ সদস্য পদাধিকারবলে এফবিসিসিআইয়ের সাধারণ পরিষদ সদস্য হইতে পারিবেন।

(৫) সংশ্লিষ্ট বাণিজ্য সংগঠন ফেডারেশনের সাধারণ সদস্যগণের নির্ধারিত সংখ্যক প্রতিনিধি মনোনয়নের জন্য সদস্য প্রতি নির্ধারিত হারে এককালীন প্রদেয় দ্বিবার্ষিক ফি প্রদানপূর্বক ফেডারেশনের নির্বাচন বোর্ডের দপ্তর হইতে নির্বাচন বোর্ডের সকল সদস্যের স্বাক্ষরিত মনোনীত ফরম সংগ্রহ করিবে এবং উক্ত ফরম সংগঠনের সভাপতি বা, ক্ষেত্রমত, চেয়ারম্যানের স্বাক্ষরসহ নিম্নবর্ণিত কাগজপত্র নোটারি পাবলিক কর্তৃক সত্যায়িত করিয়া মনোনয়নপত্রের সহিত নির্ধারিত তারিখ ও সময়ের মধ্যে নির্বাচন বোর্ডে দাখিল করিবে, যথা:—

(ক) সংগঠনের মনোনীত প্রতিনিধির নাম ও মনোনয়ন ফরমে উল্লিখিত কাগজপত্র;

(খ) ট্রেড লাইসেন্স;

(গ) কর পরিশোধের সার্টিফিকেটসহ অন্যান্য বিবরণী;

(ঘ) নির্বাহী কমিটির রেজুলেশন:

তবে শর্ত থাকে যে, প্রশাসক কর্তৃক পরিচালিত বা সরকার কর্তৃক ঘোষিত সুপ্ত বাণিজ্য সংগঠন ফেডারেশনের সাধারণ পরিষদে সদস্য হইতে পারিবে না।

(৬) ফেডারেশনের অধিভুক্ত সকল বাণিজ্য সংগঠনসমূহের নির্বাচিত সভাপতি বা চেয়ারম্যান পদাধিকারবলে ফেডারেশনের সাধারণ পরিষদের সদস্য হিসাবে অন্তর্ভুক্ত হইবেন।

(৭) ফেডারেশনের পরিচালনা পরিষদ নিম্নরূপে গঠিত হইবে, যথা:—

সভাপতি	১ জন
সিনিয়র সহ-সভাপতি	১ জন
সহ-সভাপতি	২ জন
চেম্বার হইতে নির্বাচিত পরিচালক	১৫ জন
এসোসিয়েশন হইতে নির্বাচিত পরিচালক	১৫ জন
চেম্বার হইতে মনোনীত পরিচালক	৫জন
এসোসিয়েশন হইতে মনোনীত পরিচালক	৫ জন
উইমেন চেম্বার হইতে মনোনীত পরিচালক	১ জন
উইমেন এসোসিয়েশন হইতে মনোনীত পরিচালক	১ জন
মোট	৪৬ জন

(৮) নির্বাচিত সভাপতি, সিনিয়র সহ-সভাপতি, সহ-সভাপতি এবং পরিচালকগণ ফেডারেশনের প্রথম সভায় ইহার অন্তর্ভুক্ত চেম্বার ও এসোসিয়েশনের বিনিয়োগের পরিমাণ, কর্মসংস্থান এবং বার্ষিক প্রদত্ত রাজস্বের পরিমাণ বিবেচনাক্রমে, উপস্থিত সদস্যগণের সংখ্যাগরিষ্ঠ মতামতের ভিত্তিতে চেম্বারসমূহ হইতে ৫ (পাঁচ) জন পরিচালক, এসোসিয়েশনসমূহ হইতে ৫ (পাঁচ) জন পরিচালক, উইমেন চেম্বার হইতে ১ (এক) জন পরিচালক এবং উইমেন এসোসিয়েশন হইতে ১ (এক) জন পরিচালক মনোনীত করিবেন।

(৯) কোনো চেম্বার বা এসোসিয়েশন হইতে একজনের অধিক পরিচালক মনোনয়ন দেওয়া যাইবে না এবং মনোনীত পরিচালকগণকে অবশ্যই ফেডারেশনের সাধারণ পরিষদ সদস্য হইতে হইবে।

(১০) ফেডারেশনের সভাপতি ও সিনিয়র সহ-সভাপতি চেম্বার ও এসোসিয়েশন হইতে পর্যায়ক্রমে নির্বাচিত হইবেন, অর্থাৎ কোনো নির্বাচনে চেম্বার হইতে সভাপতি নির্বাচিত হইলে সিনিয়র সহ-সভাপতি এসোসিয়েশন হইতে নির্বাচিত হবেন এবং পরবর্তী নির্বাচনে এসোসিয়েশন হইতে সভাপতি এবং চেম্বার হইতে সিনিয়র সহ-সভাপতি নির্বাচিত হইবেন।

(১১) এই বিধিমালা কার্যকর হইবার পর প্রথম নির্বাচনে এসোসিয়েশন হইতে সভাপতি এবং চেম্বার হইতে সিনিয়র সহ-সভাপতি নির্বাচিত হইবেন।

(১২) ২ (দুই)জন সহ-সভাপতির মধ্যে একজন চেম্বার হইতে এবং একজন এসোসিয়েশন হইতে নির্বাচিত হইবেন।

৩০। **ফেডারেশনের পরিচালনা পর্ষদের নির্বাচন।**―(১) ফেডারেশনের চূড়ান্ত ভোটার তালিকায় অন্তর্ভুক্ত সাধারণ পরিষদের সকল সদস্য এই বিধিমালা ও ফেডারেশনের সংঘবিধি অনুযায়ী পরিচালনা পর্ষদের নির্বাচনে সকল পদে প্রার্থী হিসাবে অংশগ্রহণ এবং ভোটাধিকার প্রয়োগ করিতে পারিবেন।

(২) ফেডারেশনের সাধারণ পরিষদের চূড়ান্ত ভোটার তালিকায় অন্তর্ভুক্ত এসোসিয়েশন গ্রুপের সকল ভোটার গোপন ব্যালটের মাধ্যমে স্বশরীরে সরাসরি ভোটে এসোসিয়েশন গ্রুপ হইতে মোট ১৫ (পনেরো) জন পরিচালক নির্বাচিত করিবেন।

(৩) ফেডারেশনের সাধারণ পরিষদের চূড়ান্ত ভোটার তালিকায় অন্তর্ভুক্ত চেম্বার গ্রুপের সকল ভোটার গোপন ব্যালটের মাধ্যমে স্বশরীরে সরাসরি ভোটে চেম্বার গ্রুপ হইতে মোট ১৫ (পনেরো) পরিচালক নির্বাচিত করিবেন।

(৪) সভাপতি, সিনিয়র সহ-সভাপতি এবং সহ-সভাপতি পদে চেম্বার ও এসোসিয়েশন উভয় গ্রুপের সকল ভোটারের প্রত্যক্ষ ও গোপন ভোটে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হইবে।

৩১। **বাণিজ্য সংগঠনের সভা অনুষ্ঠান সংক্রান্ত।**―(১) প্রত্যেক বাণিজ্য সংগঠন প্রতি ইংরেজি পঞ্জিকা-বৎসরে ইহার একটি বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠান করিবে এবং উক্ত সভা আহ্বানের নোটিশে উহাকে বার্ষিক সাধারণ সভা বলিয়া সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করিবে।

(২) কোনো বাণিজ্য সংগঠনের একটি বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠানের তারিখ এবং উহার পরবর্তী বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠানের তারিখের ব্যবধান ১৫ (পনেরো) মাসের অধিক হইবে না:

তবে শর্ত থাকে যে, দৈব দুর্বিপাক অথবা যুক্তিসংগত অন্য কোনো কারণে উল্লিখিত সময়ের মধ্যে কোনো বাণিজ্য সংগঠন বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠান করিতে ব্যর্থ হইলে মহাপরিচালক উক্ত বাণিজ্য সংগঠন কর্তৃক **তফসিলে উল্লিখিত ফি প্রদান** সাপেক্ষে **ফরম-ঝ** অনুসারে সময় বৃদ্ধির আবেদন করা যাইবে এবং মহাপরিচালক উক্ত আবেদন বিবেচনা করিয়া বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠানের জন্য অনধিক ৩ (তিন) মাস পর্যন্ত সময় বৃদ্ধি করিতে পারিবেন:

আরও শর্ত থাকে যে, মহাপরিচালকের নিকট বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠানের জন্য সময় বৃদ্ধির আবেদন পূর্ববর্তী বৎসরের বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠানের তারিখের ১৫ (পনেরো) মাস অতিক্রান্ত হইবার পূর্বে দাখিল করিতে হইবে।

(৩) কোনো বাণিজ্য সংগঠন নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠান করিতে ব্যর্থ হইলে অথবা নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সভা অনুষ্ঠানের সময় বৃদ্ধির আবেদন দাখিল না করিলে অথবা বর্ধিত সময়ের মধ্যে বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠান করিতে ব্যর্থ হইলে সরকার উক্ত সংগঠনে প্রশাসক নিয়োগ করিতে পরিবে।

(৪) বার্ষিক সাধারণ সভার নোটিশ এবং বিশেষ সাধারণ সভার নোটিশ সভার জন্য নির্ধারিত তারিখের অন্তত ২১ (একুশ) দিন পূর্বে এবং সংগঠনের প্রধান বা, ক্ষেত্রমত, বিভাগীয় এবং আঞ্চলিক এবং জেলা এবং উপজেলা কার্যালয়ের নোটিশ বোর্ডে টাঙ্গাইতে হইবে এবং বাণিজ্য সংগঠনের ওয়েবসাইট এবং অন্তত একটি জাতীয় দৈনিক পত্রিকায় প্রকাশ করিতে হইবে।

(৫) বাণিজ্য সংগঠনের হালনাগাদ বৈধ সদস্যদের এক-তৃতীয়াংশের উপস্থিতিতে বার্ষিক সাধারণ সভা বা বিশেষ সাধারণ সভার কোরাম পূর্ণ হইবে।

(৬) বিশেষ সাধারণ সভার কোরাম হালনাগাদ বৈধ সদস্যদের এক তৃতীয়াংশের উপস্থিতিতে পূর্ণ হইবে।

৩২। **বাণিজ্য সংগঠনের তালিকা প্রণয়ন, সাধারণ সভা, ইত্যাদির প্রতিবেদন।**—(১) মহাপরিচালক সকল লাইসেন্সপ্রাপ্ত সংগঠনের তালিকা প্রণয়ন ও সংরক্ষণ করিবেন।

(২) প্রতিটি বাণিজ্য সংগঠন মহাপরিচালক ও ফেডারেশনের নিকট নিম্নবর্ণিত কাগজপত্র প্রেরণ করিবে, যথা:—

(ক) বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠানের অন্যূন ১৪ (চৌদ্দ) দিন পূর্বে বার্ষিক সাধারণ সভার নোটিশ, কার্যনির্বাহী কমিটির বার্ষিক প্রতিবেদন, আয়-ব্যয়ের হিসাব এবং নিরীক্ষিত ব্যালান্সশীটের একটি করিয়া কপি:

তবে শর্ত থাকে যে, এই দফায় উল্লিখিত কাগজাদি ফেডারেশন প্রেরণ না করিয়া বিধি ২৯ এর উপ-বিধি (২) এর অধীন কোনো প্রতিনিধি প্রেরণ করা যাইবে না।

(খ) নির্বাচন অনুষ্ঠানের ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে নির্বাচন সম্পর্কিত প্রতিবেদনের কপি।

৩৩। **বিদ্যমান বাণিজ্য সংগঠন সম্পর্কিত বিধান।**—(১) এই বিধিমালার অন্যান্য বিধানে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, এই বিধিমালা কার্যকর হইবার পর, বিদ্যমান বাণিজ্য সংগঠনের সংঘবিধিতে এই বিধিমালার সহিত সঙ্গতিপূর্ণ করিবার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় সংশোধন করিয়া উহার একটি কপি মহাপরিচালকের নিকট, ১২০ (একশত বিশ) দিনের মধ্যে, দাখিল করিতে হইবে;

তবে শর্ত থাকে, উক্ত সময়সীমার মধ্যে কোনো বাণিজ্য সংগঠন উহার সংঘবিধি উক্তরূপে সংশোধন করিতে না পারিলে উক্ত বাণিজ্য সংগঠনের কার্যকলাপের ক্ষেত্রে এই বিধিমালার যতটুকু প্রযোজ্য হয় ততটুকু উক্ত সংঘবিধিতে, উক্ত সময়সীমা অতিক্রান্ত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে, অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।

(২) উপ-বিধি (১) এর বিধান বাস্তবায়নের জন্য মহাপরিচালক সংশ্লিষ্ট বাণিজ্য সংগঠনকে প্রয়োজনীয় নির্দেশ প্রদান করিতে পারিবেন।

(৩) কোনো বাণিজ্য সংগঠন উহার সংঘবিধি অনুসারে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে নির্বাচন অনুষ্ঠান করিয়া না থাকিলে অথবা উপ-বিধি (১) এ উল্লিখিত সময়সীমার মধ্যে নির্বাচন অনুষ্ঠানের প্রয়োজন হইলে, এইরূপ বাণিজ্য সংগঠন কেবল একবারের জন্য নিম্নবর্ণিত বিধানাবলি অনুসারে নির্বাচন অনুষ্ঠান করিতে পারিবে, যথা:—

(ক) উপ-বিধি (১) এ উল্লিখিত সময়সীমা অতিক্রান্ত হইবার পরবর্তী ৯০ (নব্বই) দিনের মধ্যে উক্ত উপ-বিধি অনুসারে সংশোধিত বলিয়া গণ্য সংঘবিধি অনুসারে নির্বাচন অনুষ্ঠান করিতে হইবে এবং উক্ত ৯০ দিন পর্যন্ত ফেডারেশন বা সংশ্লিষ্ট বাণিজ্য সংগঠনের কার্যনির্বাহী কমিটি বা, ক্ষেত্রমত, উক্ত কমিটির সদস্যগণ বহাল থাকিবেন; এবং

(খ) এই উপ-বিধির অধীন নির্বাচন অনুষ্ঠানের উদ্দেশ্যে সংশ্লিষ্ট কার্যনির্বাহী কমিটি বা নির্বাচন বোর্ড বা আপিল বোর্ড বিধি ২০, ২১, ২২ এবং ২৩-এ উল্লিখিত সময়সীমা অপেক্ষা যেকোনো কম সময়সীমা নির্ধারণ করিতে পারিবে।

(৪) এই বিধিমালা প্রবর্তনের সময় বিদ্যমান কোনো বাণিজ্য সংগঠন উহার সদস্যগণের জন্য সরকার কর্তৃক প্রশাসনিক আদেশের মাধ্যমে জারীকৃত ভর্তি ফি বা ক্ষেত্রমত অধিভুক্তি ফি ও বার্ষিক চাঁদা নির্ধারণ করিয়া সংঘবিধি সংশোধন করিলে উহার বিদ্যমান সদস্যগণকে অতিরিক্ত ভর্তি ফি বা অধিভুক্তি ফি প্রদানের প্রয়োজন হইবে না, তবে এই বিধিমালার অধীন অনুষ্ঠিত নির্বাচনে সংশ্লিষ্ট শ্রেণির সদস্য হিসাবে অংশ গ্রহণের উদ্দেশ্যে সংশোধিত বার্ষিক চাঁদা বা ক্ষেত্রমত ইতিপূর্বে পরিশোধিত চাঁদার অতিরিক্ত চাঁদা পরিশোধ করিতে হইবে।

৩৪। **অভিযোগ দাখিল।**—বাণিজ্য সংগঠন আইন, ২০২২ এবং এই বিধিমালার অধীন কোনো বিষয়ে মহাপরিচালকের নিকট **তফসিলে উল্লিখিত ফি** প্রদানপূর্বক **ফরম-ঞ** অনুসারে অভিযোগ দাখিল করা যাইবে।

৩৫। **আপিল।**—(১) এই আইন এবং এই বিধিমালার অধীন প্রশাসকের কোনো সিদ্ধান্ত বা আদেশের বিরুদ্ধে মহাপরিচালকের নিকট তফসিলে উল্লিখিত ফি প্রদানপূর্বক **ফরম-ছ** অনুসারে আবেদন করিতে হইবে।

(২) আইন এবং এই বিধিমালার অধীন মহাপরিচালকের কোনো সিদ্ধান্ত বা আদেশের বিরুদ্ধে সরকারের নিকট আপিলের ক্ষেত্রে তফসিলে উল্লিখিত ফি প্রদানপূর্বক **ফরম-ছ** অনুসারে জমা প্রদানপূর্বক অনুসারে আবেদন করিতে হইবে।

৩৬। রহিতকরণ ও হেফাজত।—(১) বাণিজ্য সংগঠন বিধিমালা, ১৯৯৪, অতঃপর উক্ত বিধিমালা বলিয়া উল্লিখিত, এতদ্দ্বারা রহিত করা হইল।

(২) উপ-বিধি (১) এর অধীন রহিতকরণ সত্ত্বেও, উক্ত বিধিমালার অধীন—

(ক) কৃত কোনো কার্য বা গৃহীত কোনো ব্যবস্থা, প্রদত্ত কোনো লাইসেন্স বা অধিভুক্তি এই বিধিমালার অধীন কৃত বা গৃহীত, প্রদত্ত বা অধিভুক্ত হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে;

(খ) দায়েরকৃত কোনো মামলা, গৃহীত কোনো ব্যবস্থা বা সূচিত কোনো কার্য বা কার্যধারা অনিষ্পন্ন থাকিলে এইরূপভাবে নিষ্পত্তি করিতে হইবে যেন উক্ত বিধিমালা রহিত হয় নাই।

ফরম-ক

[বিধি ৩(১) দ্রষ্টব্য]

নামের ছাড়পত্রের আবেদন ফরম

মহাপরিচালক
বাণিজ্য সংগঠন
বাণিজ্য মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

বিষয়: **নামের ছাড়পত্র প্রাপ্তির জন্য আবেদন।**

মহোদয়,

উপর্যুক্ত বিষয়ে জানাচ্ছি যে,................(বাংলা ও ইংরেজিতে)............ (প্রস্তাবিত) নামে বাণিজ্য সংগঠনের লাইসেন্স গ্রহণে আগ্রহী। প্রস্তাবিত বাণিজ্য সংগঠনের অনুকূলে বাণিজ্য সংগঠন আইন, ২০২২ এর ধারা ৩ এর অধীন লাইসেন্স প্রাপ্তির পূর্বে নামের ছাড়পত্র গ্রহণ আবশ্যক। এতদ্‌লক্ষ্যে নিম্নবর্ণিত ছকে প্রস্তাবিত বাণিজ্য সংগঠন সম্পর্কিত তথ্যাদি উপস্থাপন করা হইল, যথা:—

১।	ফি	
২।	প্রস্তাবিত সংগঠনের ব্যবসার সুনির্দিষ্ট ধরন	
৩।	আবেদনকারী/গণের নাম	
৪।	প্রস্তাবিত বাণিজ্য সংগঠনে আবেদনকারী/গণের পদ	
৫।	আবেদনকারী/গণের জাতীয় পরিচয়পত্র নম্বর (ফটোকপি সংযুক্ত)	
৬।	আবেদনকারী/গণের ফোন নম্বর, মোবাইল নম্বর ও ই-মেইল ঠিকানা	
৭।	আবেদনকারী/গণের ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের নাম ও পূর্ণ ঠিকানা	
৮।	আবেদনকারী/গণের ফ্যাক্টরির ঠিকানা, প্রযোজ্য ক্ষেত্রে	
৯।	আবেদনকারী/গণের আমদানি বা রপ্তানি পারমিট, প্রযোজ্য ক্ষেত্রে	
১০।	আবেদনকারী/গণ কত সময়ব্যাপী সংশ্লিষ্ট ব্যবসায় জড়িত	
১১।	আবেদনকারী/গণের ট্রেড লাইসেন্সের কপি	
১২।	আবেদনকারী/গণের হালনাগাদ আয়কর প্রত্যয়নপত্র	
১৩।	প্রস্তাবিত বাণিজ্য সংগঠনের প্রাথমিক সদস্যগণের নাম ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের পূর্ণ ঠিকানার তালিকা (আলাদা কাগজে পূর্ণ তালিকা সংযুক্ত)	

১৪।	প্রস্তাবিত বাণিজ্য সংগঠনের প্রাথমিক সদস্যগণের ট্রেড লাইসেন্সের কপি	
১৫।	প্রস্তাবিত বাণিজ্য সংগঠনের প্রাথমিক সদস্যগণের সভায় বাণিজ্য সংগঠন গঠনের ঐক্যমত সিদ্ধান্ত (সভার তারিখ, সময় ও স্থান উল্লেখপূর্বক প্রাথমিক সদস্যদের স্বাক্ষরসহ কার্যবিবরণীর কপি সংযুক্ত)	
১৬।	প্রস্তাবিত বাণিজ্য সংগঠনের বর্তমান পূর্ণ ঠিকানা	
১৭।	প্রস্তাবিত বাণিজ্য সংগঠনের উদ্দেশ্য ও সম্ভাব্য কার্যক্রম	
১৮।	প্রস্তাবিত বাণিজ্য সংগঠনের সদস্যদের কার্যক্রম ও কর্মপরিধি	
১৯।	প্রস্তাবিত বাণিজ্য সংগঠনের জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বাণিজ্য সংশ্লিষ্টতা এবং সামগ্রিক অর্থনৈতিক প্রভাব	
২০।	প্রস্তাবিত বাণিজ্য সংগঠনের সদস্যগণের ব্যবসায়িক সাফল্য (প্রমাণক সংযুক্ত)	
২১।	বাংলাদেশের যে সকল জেলায় প্রস্তাবিত সংগঠনের কার্যক্রম পরিচালিত হয়	
২২।	নামকরণের ব্যাখ্যা	

এমতাবস্থায়, ...এর (প্রস্তাবিত) নামে ছাড়পত্র প্রদানের বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য বিনীত অনুরোধ করা হইল।

নিবেদক/আবেদনকারীবৃন্দ

তারিখ:

(................)

পূর্ণাঙ্গ ঠিকানা

অনুলিপি: জ্ঞাতার্থে ও কার্যার্থে

যৌথমূলধন কোম্পানি ও ফার্মসমূহের পরিদপ্তর, টিসিবি ভবন (৬ষ্ঠ তলা), ১ কারওয়ান বাজার, ঢাকা।

বিশেষ দ্রষ্টব্য

*ছকের সকল ঘর পূরণ করিতে হইবে।

**প্রয়োজনে অতিরিক্ত কাগজ সংযুক্ত করা যাইবে।

ফরম-খ

[বিধি ৫(২) দ্রষ্টব্য]

নামের ছাড়পত্রের মেয়াদ বৃদ্ধির আবেদন ফরম

মহাপরিচালক
বাণিজ্য সংগঠন
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

বিষয়: .... **(বাণিজ্য সংগঠনের নাম)** .... **এর নামের ছাড়পত্রের মেয়াদ বৃদ্ধির আবেদন দাখিল।**

মহোদয়,

প্রস্তাবিত (**বাণিজ্য সংগঠনের নাম**) এর ছাড়পত্র প্রাপ্ত হইলেও নির্ধারিত সময়ের মধ্যে লাইসেন্স প্রাপ্তির আবেদন করা সম্ভব হয়নি বিধায় নামের ছাড়পত্রের মেয়াদ বৃদ্ধির আবেদন করিতেছি। এতদ্‌লক্ষ্যে নিম্নবর্ণিত ছকে সংশ্লিষ্ট তথ্যাদি উপস্থাপন করা হইল, যথা:—

১।	ফি	
২।	আবেদনকারীর নাম	
৩।	আবেদনকারীর জাতীয় পরিচয়পত্রের ফটোকপি	
৪।	টেলিফোন/মোবাইল নম্বর ও ই-মেইল ঠিকানা	
৫।	বাণিজ্য সংগঠনে আবেদনকারীর পদ	
৬।	নামের ছাড়পত্র প্রাপ্তির পর লাইসেন্সের আবেদন না করিবার কারণ (অনধিক ২০০ শব্দ)	
৭।	আবেদনের স্বপক্ষে সুনির্দিষ্ট প্রমাণাদি	
৮।	আবেদনের বিষয়ে আদালতে কোনো মামলা চলমান রহিয়াছে কিনা (থাকিলে আদালত ও মামলার নম্বর)	
৯।	চাহিত প্রতিকার	

আমি/ আমরা অঙ্গীকার করছি যে, উপর্যুক্ত সকল তথ্যাদি সঠিক।

এমতাবস্থায়, উপর্যুক্ত আপিল বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য বিনীত অনুরোধ করা হইল।

নিবেদক/আবেদনকারীবৃন্দ

তারিখ:

(.....................)
স্বাক্ষর, নাম ও পূর্ণাঙ্গ ঠিকানা

অনুলিপি: জ্ঞাতার্থে ও কার্যার্থে

১। নিবন্ধক, যৌথমূলধন কোম্পানি ও ফার্মসমূহের পরিদপ্তর, টিসিবি ভবন (৬ষ্ঠ তলা), ১ কারওয়ান বাজার, ঢাকা।

২। সভাপতি, এফবিসিসিআই, ৬০, মতিঝিল বা/এ, ঢাকা।

বিশেষ দ্রষ্টব্য

*ছকের সকল ঘর পূরণ করিতে হইবে।

**প্রয়োজনে অতিরিক্ত কাগজ সংযুক্ত করা যাইবে।

ফরম-গ

[বিধি ৬(১) দ্রষ্টব্য]

লাইসেন্স প্রাপ্তির আবেদন ফরম

মহাপরিচালক
বাণিজ্য সংগঠন
বাণিজ্য মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

বিষয়:..........(বাংলা ও ইংরেজিতে নাম).......... এর অনুকূলে বাণিজ্য সংগঠন লাইসেন্স প্রাপ্তির জন্য আবেদন।

মহোদয়,

উপর্যুক্ত বিষয়ে বাণিজ্য সংগঠন আইন, ২০২২ এর ধারা ৩ এর অধীন ....(বাংলা ও ইংরেজিতে নাম).......... এর অনুকূলে লাইসেন্স প্রাপ্তির আবেদন জানাচ্ছি। এতদ্‌লক্ষ্যে নিম্নবর্ণিত ছকে প্রস্তাবিত বাণিজ্য সংগঠন সম্পর্কিত তথ্যাদি উপস্থাপন করা হইল, যথা:—

১।	ফি	
২।	নামের ছাড়পত্র প্রাপ্তির তারিখ (কপি সংযুক্ত)	
৩।	খসড়া সংঘস্মারক ও সংঘবিধি	
৪।	দৈনিক সংবাদপত্রে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ (সংবাদপত্রের দু'টি সম্পূর্ণ কপি সংযুক্ত) (ক) প্রথম দৈনিক পত্রিকার নাম (খ) দ্বিতীয় দৈনিক পত্রিকার নাম	
৫।	সাধারণ সভার কার্যবিবরণীর সত্যায়িত কপি	
৬।	সাধারণ সভায় উপস্থিত ব্যক্তিগণের নাম, ঠিকানা, মোবাইল নম্বর, ই-মেইল ঠিকানা ও স্বহস্তস্বাক্ষর সম্বলিত হাজিরা তালিকার সত্যায়িত কপি	
৭।	প্রস্তাবিত সংগঠনের প্রাথমিক সদস্যগণের জাতীয় পরিচয়পত্রের ফটোকপি	
৮।	প্রস্তাবিত সংগঠনের প্রাথমিক সদস্যগণের হালনাগাদ ট্রেড লাইসেন্সের কপি	
৯।	প্রস্তাবিত সংগঠনের প্রাথমিক সদস্যগণের টিন সার্টিফিকেটের কপি	

১০।	প্রস্তাবিত সংগঠনের প্রাথমিক সদস্যগণের হালনাগাদ আয়কর প্রত্যয়ন পত্রের কপি	
১১।	প্রস্তাবিত বাণিজ্য সংগঠনের বর্তমান পূর্ণ ঠিকানা	
১২।	প্রস্তাবিত বাণিজ্য সংগঠনের ওয়েবসাইটের ঠিকানা	
১৩।	প্রস্তাবিত বাণিজ্য সংগঠনে যোগাযোগের টেলিফোন নম্বর, মোবাইল নম্বর ও ই-মেইল ঠিকানা	

আমি/ আমরা অঙ্গীকার করিতেছি যে, উপর্যুক্ত সকল তথ্য সঠিক।

এমতাবস্থায়, ...এর অনুকূলে বাণিজ্য সংগঠন লাইসেন্স প্রদানের বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য বিনীত অনুরোধ করা হইল।

নিবেদক/আবেদনকারীবৃন্দ

তারিখ:

(.................)

স্বাক্ষর, নাম ও পূর্ণাঙ্গ ঠিকানা

অনুলিপি: জ্ঞাতার্থে ও কার্যার্থে

১। নিবন্ধক, যৌথমূলধন কোম্পানি ও ফার্মসমূহের পরিদপ্তর, টিসিবি ভবন (৬ষ্ঠ তলা), ১ কারওয়ান বাজার, ঢাকা।

২। সভাপতি, এফবিসিসিআই, ৬০, মতিঝিল বা/এ, ঢাকা।

<u>বিশেষ দ্রষ্টব্য</u>

*ছকের সকল ঘর পূরণ করিতে হইবে।

**প্রয়োজনে অতিরিক্ত কাগজ সংযুক্ত করা যাইবে।

ফরম-ঘ

[বিধি ৬(৫) দ্রষ্টব্য]

লাইসেন্স প্রদানের বিষয়ে মতামত প্রদান

স্মারক নম্বর............ তারিখ...................

মহাপরিচালক
বাণিজ্য সংগঠন
বাণিজ্য মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

বিষয়: ....**(বাণিজ্য সংগঠনের নাম)**........ **এর লাইসেন্স প্রদানের বিষয়ে মতামত প্রদান।**

সূত্র : বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের স্মারক নম্বর............, তারিখ...................

মহোদয়,

উপর্যুক্ত বিষয়ে বাণিজ্য সংগঠন আইন, ২০২২ এর ধারা ৩ এর উপ-ধারা (৭) এর দফা (গ) এর অধীন (বাণিজ্য সংগঠনের নাম)........... এর লাইসেন্স প্রদানের বিষয়ে নিম্নবর্ণিত ছকে মতামত প্রদান করা হইল, যথা:—

১।	প্রস্তাবিত বাণিজ্য সংগঠনের নাম	
২।	পূর্ণাঙ্গ ঠিকানা	
৩।	খসড়া সংঘস্মারক ও সংঘবিধি পর্যালোচনায় প্রাপ্ত তথ্য (বাণিজ্য সংগঠন আইন, ২০২২ ও বাণিজ্য সংগঠন বিধিমালা, ২০২৫ এর সহিত অসঙ্গতি পরিলক্ষিত হইলে তাহার বর্ণনা)	
৪।	প্রস্তাবিত বাণিজ্য সংগঠনের সার্বিক কার্যক্রম সম্পর্কিত মতামত	
৫।	লাইসেন্স প্রদানের বিষয়ে সুপারিশ	
৬।	সুপারিশ করা না হইলে সুনির্দিষ্ট কারণ	
৭।	অন্যান্য তথ্য, যদি থাকে	

এমতাবস্থায়, মতামতের বিষয়ে প্রয়োজনীয় পরবর্তী ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য বিনীত অনুরোধ করা হইল।

তারিখ:

(.................)
স্বাক্ষর, নাম ও পূর্ণাঙ্গ ঠিকানা

অনুলিপি:

১। সভাপতি, এফবিসিসিআই, ৬০, মতিঝিল বা/এ, ঢাকা।
২। প্রস্তাবিত বাণিজ্য সংগঠনের আহ্বায়ক............

<u>বিশেষ দ্রষ্টব্য</u>

*ছকের সকল ঘর পূরণ করিতে হইবে।

**প্রয়োজনে অতিরিক্ত কাগজ সংযুক্ত করা যাইবে।

ফরম-ঙ

[বিধি ৬(৮) দ্রষ্টব্য]

রিভিউ আবেদন ফরম

সিনিয়র সচিব/ সচিব

বাণিজ্য মন্ত্রণালয়

বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

বিষয়: .... **বিষয়ে রিভিউ আবেদন।**

মহোদয়,

উপর্যুক্ত বিষয়ে রিভিউ আবেদন দাখিল করছি। এতদ্‌লক্ষ্যে নিম্নবর্ণিত ছকে রিভিউ সম্পর্কিত তথ্যাদি উপস্থাপন করা হইল, যথা:—

১।	ফি	
২।	রিভিউ আবেদনকারীর নাম	
৩।	রিভিউ আবেদনকারীর জাতীয় পরিচয়পত্রের ফটোকপি	
৪।	টেলিফোন/মোবাইল নম্বর	
৫।	ই-মেইল ঠিকানা	
৬।	বাণিজ্য সংগঠনে রিভিউ আবেদনকারীর পদ	
৭।	রিভিউয়ের বর্ণনা (অনধিক ২০০ শব্দ)	
৮।	রিভিউর স্বপক্ষে সুনির্দিষ্ট প্রমাণাদি	
৯।	রিভিউয়ের বিষয়ে আদালতে কোনো মামলা চলমান রহিয়াছে কিনা (থাকিলে আদালত ও মামলার নম্বর)	
১০।	চাহিত প্রতিকার	
১১।		
১২।		

আমি/ আমরা অঙ্গীকার করছি যে, উপর্যুক্ত সকল তথ্যাদি সঠিক।

এমতাবস্থায়, উপর্যুক্ত রিভিউয়ের বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য বিনীত অনুরোধ করা হলো।

নিবেদক/আবেদনকারীবৃন্দ

তারিখ:

(.................)

স্বাক্ষর, নাম ও পূর্ণাঙ্গ ঠিকানা

অনুলিপি: জ্ঞাতার্থে ও কার্যার্থে

১। নিবন্ধক, যৌথমূলধন কোম্পানি ও ফার্মসমূহের পরিদপ্তর, টিসিবি ভবন (৬ষ্ঠ তলা), ১ কারওয়ান বাজার, ঢাকা।

২। সভাপতি, এফবিসিসিআই, ৬০, মতিঝিল বা/এ, ঢাকা।

বিশেষ দ্রষ্টব্য

*ছকের সকল ঘর অবশ্য পূরণীয়।

**প্রয়োজনে অতিরিক্ত কাগজ সংযুক্ত করা যাইবে।

ফরম-চ

[বিধি ৭(২) দ্রষ্টব্য]

লাইসেন্স বাতিলের ক্ষেত্রে পুনরায় লাইসেন্স প্রাপ্তির জন্য আবেদন

সিনিয়র সচিব/সচিব

বাণিজ্য মন্ত্রণালয়

বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

বিষয়: ....**(বাণিজ্য সংগঠনের নাম)**.......... **এর লাইসেন্স বাতিলের কারণে পুনরায় লাইসেন্স প্রাপ্তির আবেদন।**

মহোদয়,

উপর্যুক্ত বিষয়ে পুনরায় লাইসেন্স প্রাপ্তির আবেদন দাখিল করছি। এতদ্‌লক্ষ্যে নিম্নবর্ণিত ছকে এতদ্‌সংশ্লিষ্ট তথ্যাদি উপস্থাপন করা হইল, যথা:—

১।	ফি	
২।	আবেদনকারীর নাম	
৩।	আবেদনকারীর জাতীয় পরিচয়পত্রের ফটোকপি	
৪।	টেলিফোন/মোবাইল নম্বর ও ই-মেইল ঠিকানা	
৫।	বাণিজ্য সংগঠনে আবেদনকারীর পদ	
৬।	আবেদনের বর্ণনা (অনধিক ২০০ শব্দ)	
৭।	আবেদনের স্বপক্ষে সুনির্দিষ্ট প্রমাণাদি	
৮।	আবেদনের বিষয়ে আদালতে কোনো মামলা চলমান রহিয়াছে কিনা (থাকিলে আদালত ও মামলার নম্বর)	
৯।	চাহিত প্রতিকার	
১০।		
১১।		

আমি/আমরা অঙ্গীকার করছি যে, উপর্যুক্ত সকল তথ্যাদি সঠিক।

এমতাবস্থায়, উপর্যুক্ত বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য বিনীত অনুরোধ করা হইল।

নিবেদক/আবেদনকারীবৃন্দ

তারিখ:

(................)

স্বাক্ষর, নাম ও পূর্ণাঙ্গ ঠিকানা

অনুলিপি: জ্ঞাতার্থে ও কার্যার্থে

১। নিবন্ধক, যৌথমূলধন কোম্পানি ও ফার্মসমূহের পরিদপ্তর, টিসিবি ভবন (৬ষ্ঠ তলা), ১ কারওয়ান বাজার, ঢাকা।

২। সভাপতি, এফবিসিসিআই, ৬০, মতিঝিল বা/এ, ঢাকা।

<u>বিশেষ দ্রষ্টব্য</u>

*ছকের সকল ঘর পূরণ করিতে হইবে।

**প্রয়োজনে অতিরিক্ত কাগজ সংযুক্ত করা যাইবে।

ফরম-ছ

[বিধি ১৩(৪), ৩৫ দ্রষ্টব্য]

আপিল আবেদন ফরম

সিনিয়র সচিব/ সচিব/মহাপরিচালক
বাণিজ্য মন্ত্রণালয়/বাণিজ্য সংগঠন
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

বিষয়: .... **বিষয়ে আপিল আবেদন।**

মহোদয়,

উপর্যুক্ত বিষয়ে আপিল আবেদন দাখিল করছি। এতদ্‌লক্ষ্যে নিম্নবর্ণিত ছকে আপিল সম্পর্কিত তথ্যাদি উপস্থাপন করা হইল, যথা:—

১।	ফি	
২।	আপিলকারীর নাম	
৩।	আপিলকারীর জাতীয় পরিচয়পত্রের ফটোকপি	
৪।	টেলিফোন/মোবাইল নম্বর	
৫।	ই-মেইল ঠিকানা	
৬।	বাণিজ্য সংগঠনে আপিল আবেদনকারীর পদ	
৭।	আপিলের বর্ণনা (অনধিক ২০০ শব্দ)	
৮।	আপিলের স্বপক্ষে সুনির্দিষ্ট প্রমাণাদি	
৯।	আপিলের বিষয়ে আদালতে কোনো মামলা চলমান রহিয়াছে কিনা (থাকিলে আদালত ও মামলার নম্বর)	
১০।	চাহিত প্রতিকার	
১১।		
১২।		

আমি/ আমরা অঙ্গীকার করছি যে, উপর্যুক্ত সকল তথ্যাদি সঠিক।

এমতাবস্থায়, উপর্যুক্ত আপিল বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য বিনীত অনুরোধ করা হলো।

নিবেদক/আবেদনকারীবৃন্দ

তারিখ:

(.................)
স্বাক্ষর, নাম ও পূর্ণাঙ্গ ঠিকানা

অনুলিপি: জ্ঞাতার্থে ও কার্যার্থে

১। নিবন্ধক, যৌথমূলধন কোম্পানি ও ফার্মসমূহের পরিদপ্তর, টিসিবি ভবন (৬ষ্ঠ তলা), ১ কারওয়ান বাজার, ঢাকা।
২। সভাপতি, এফবিসিসিআই, ৬০, মতিঝিল বা/এ, ঢাকা।

বিশেষ দ্রষ্টব্য

*ছকের সকল ঘর পূরণ করিতে হইবে।
**প্রয়োজনে অতিরিক্ত কাগজ সংযুক্ত করা যাইবে।

ফরম-জ

[বিধি ১৭(১)(খ) দ্রষ্টব্য]

সংঘবিধি ও সংঘস্মারক সংশোধনের আবেদন

মহাপরিচালক
বাণিজ্য সংগঠন
বাণিজ্য মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

বিষয়: ....**(বাণিজ্য সংগঠনের নাম)**.......... **এর সংঘস্মারক ও সংঘবিধি সংশোধন, সংযোজন বা রহিতকরণ সংক্রান্ত আবেদন।**

মহোদয়,

উপর্যুক্ত বিষয়ে বাণিজ্য সংগঠন আইন, ২০২২ এর ধারা ১৩ এর অধীন..........(বাণিজ্য সংগঠনের নাম).......... এর সংঘস্মারক ও সংঘবিধি সংশোধন/সংযোজন/রহিতকরণের আবেদন করছি। এতদলক্ষ্যে নিম্নবর্ণিত ছকে তথ্যাদি উপস্থাপন করা হইল, যথা:—

<table>
<tr><td>১।</td><td>ফি</td><td></td></tr>
<tr><td>২।</td><td>আবেদনকারীর নাম</td><td></td></tr>
<tr><td>৩।</td><td>বাণিজ্য সংগঠনে আবেদনকারীর পদ</td><td></td></tr>
<tr><td>৪।</td><td>সংশ্লিষ্ট বিষয়ে অনুষ্ঠিত সভার নোটিশ ও তারিখ (নোটিশ সংযুক্ত)</td><td></td></tr>
<tr><td>৫।</td><td>সভার কার্যবিবরণী (সংযুক্ত)</td><td></td></tr>
<tr><td>৬।</td><td>সভায় উপস্থিত সদস্যগণের স্বাক্ষরকৃত হাজিরা তালিকার সত্যায়িত ফটোকপি (সভাপতি/ সাধারণ সম্পাদকের স্বাক্ষরিত তালিকা হইতে হইবে)</td><td></td></tr>
<tr><td>৭।</td><td>সংঘস্মারক ও সংঘবিধি সংশোধন বা রহিতকরণ প্রস্তাব (উল্লিখিত ছক মোতাবেক সংযুক্ত)</td><td><table><tr><td>অনুচ্ছেদ নম্বর</td><td>বিদ্যমান বিধান</td><td>প্রস্তাবিত বিধান</td><td>যৌক্তিকতা</td></tr></table></td></tr>
</table>

আমি/ আমরা অঙ্গীকার করছি যে, উপর্যুক্ত সকল তথ্যাদি সঠিক।

এমতাবস্থায়, উপর্যুক্ত আবেদনের বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য বিনীত অনুরোধ করা হলো।

আবেদনকারীবৃন্দ

তারিখ:

(................)
স্বাক্ষর, নাম ও পূর্ণাঙ্গ ঠিকানা

অনুলিপি: জ্ঞাতার্থে ও কার্যার্থে

১। নিবন্ধক, যৌথমূলধন কোম্পানি ও ফার্মসমূহের পরিদপ্তর, টিসিবি ভবন (৬ষ্ঠ তলা), ১ কারওয়ান বাজার, ঢাকা।

২। সভাপতি, এফবিসিসিআই, ৬০, মতিঝিল বা/এ, ঢাকা।

বিশেষ দ্রষ্টব্য

*ছকের সকল ঘর পূরণ করিতে হইবে।

**প্রয়োজনে অতিরিক্ত কাগজ সংযুক্ত করা যাইবে।

ফরম-ঝ

[বিধি ৩১(২) দ্রষ্টব্য]

বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠানের সময় বৃদ্ধির আবেদন দাখিলের ফরম

মহাপরিচালক
বাণিজ্য সংগঠন
বাণিজ্য মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

বিষয়: (বাণিজ্য সংগঠনের নাম) এর বাষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠানের সময় বৃদ্ধির আবেদন।

মহোদয়,

কোম্পানী আইন, ১৯৯৪, বাণিজ্য সংগঠন আইন, ২০২২ ও বাণিজ্য সংগঠন বিধিমালা, ২০২৫ অনুসারে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে উপর্যুক্ত বিষয়ে (বাণিজ্য সংগঠনের নাম) – এর -----সালের বার্ষিক সাধারণ সভা আয়েজন করা সম্ভব হচ্ছে না বিধায় বার্ষিক সাধারণ সভা আয়োজনের সময় বৃদ্ধির আবেদন করিতেছি। এতদ্‌লক্ষ্যে নিম্নবর্ণিত ছকে তথ্যাদি উপস্থাপন করা হইল, যথা:—

১।	বাণিজ্য সংগঠনের নাম	
২।	আবেদনকারীর নাম	
৩।	বাণিজ্য সংগঠনে আবেদনকারীর পদ	
৪।	নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বার্ষিক সাধারণ সভা আয়োজন না করিবার কারণ	
৫।	সময় বৃদ্ধির আবেদনের বিষয়ে পরিচালনা পরিষদ সভার সিদ্ধান্তের কার্যবিবরণী (সংযুক্ত)	

আমি/ আমরা অঙ্গীকার করিতেছি যে, উপর্যুক্ত সকল তথ্যাদি সঠিক।
এমতাবস্থায়, উপর্যুক্ত আবেদনের বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য বিনীত অনুরোধ করা হইল।

নিবেদক/আবেদনকারীবৃন্দ

তারিখ:

(....................)
স্বাক্ষর, নাম ও পূর্ণাঙ্গ ঠিকানা

অনুলিপি: জ্ঞাতার্থে ও কার্যার্থে

১। নিবন্ধক, যৌথমূলধন কোম্পানি ও ফার্মসমূহের পরিদপ্তর, টিসিবি ভবন (৬ষ্ঠ তলা), ১, কারওয়ান বাজার, ঢাকা।
২। সভাপতি, এফবিসিসিআই, ৬০, মতিঝিল বা/এ, ঢাকা।

<u>বিশেষ দ্রষ্টব্য</u>

*ছকের সকল ঘর পূরণ করিতে হইবে।

**প্রয়োজনে অতিরিক্ত কাগজ সংযুক্ত করা যাইবে।

ফরম-ঞ

[বিধি ৩৪ দ্রষ্টব্য]

অভিযোগ দাখিল ফরম

মহাপরিচালক
বাণিজ্য সংগঠন
বাণিজ্য মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

বিষয়: **(বাণিজ্য সংগঠনের নাম)** .... **এর কার্যক্রম/ নির্বাচন/ নির্বাহী কমিটি/ লাইসেন্স / সদস্যপদ বাতিল/ সদস্যপদ গ্রহণ/ বিবিধ সংক্রান্ত অভিযোগ দাখিল।**

মহোদয়,

উপর্যুক্ত বিষয়ে বাণিজ্য সংগঠন আইন, ২০২২ এর ধারা ......এর অধীন **(বাণিজ্য সংগঠনের নাম)** এর বিষয়ে অভিযোগ দাখিল করিতেছি। এতদ্‌লক্ষ্যে নিম্নবর্ণিত ছকে অভিযোগ সম্পর্কিত তথ্যাদি উপস্থাপন করা হইল:—

১।	ফি	
২।	অভিযোগকারীর নাম	
৩।	অভিযোগকারীর জাতীয় পরিচয়পত্রের ফটোকপি	
৪।	অভিযোগকারীর টেলিফোন/মোবাইল নম্বর এবং ই-মেইল ঠিকানা	
৫।	বাণিজ্য সংগঠনে অভিযোগ দাখিলকারীর পদ	
৬।	ফেডারেশনের সালিশ ট্রাইব্যুনালে নিষ্পত্তির জন্য অভিযোগের তারিখ	
৭।	ফেডারেশনের সালিশ ট্রাইব্যুনালে প্রদত্ত সিদ্ধান্ত/ রোয়েদাদের কপি	
৮।	অভিযোগের বর্ণনা (অনধিক ২০০ শব্দ)	
৯।	অভিযোগের স্বপক্ষে সুনির্দিষ্ট প্রমাণাদি	
১০।	অভিযোগের বিষয়ে আদালতে কোনো মামলা চলমান রহিয়াছে কিনা (থাকিলে আদালত ও মামলার নম্বর)	
১১।	চাহিত প্রতিকার	
১২।	বাণিজ্য সংগঠনের তথ্যাদি	
১৩।		
১৪।		

আমি/ আমরা অঙ্গীকার করিতেছি যে, উপর্যুক্ত সকল তথ্যাদি সঠিক।

এমতাবস্থায়, উপর্যুক্ত অভিযোগের বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য বিনীত অনুরোধ করা হইল।

নিবেদক/আবেদনকারীবৃন্দ

তারিখ:

(. . . . .)
স্বাক্ষর, নাম ও পূর্ণাঙ্গ ঠিকানা

অনুলিপি: জ্ঞাতার্থে ও কার্যার্থে

১। নিবন্ধক, যৌথমূলধন কোম্পানি ও ফার্মসমূহের পরিদপ্তর, টিসিবি ভবন (৬ষ্ঠ তলা), ১ কারওয়ান বাজার, ঢাকা।

২। সভাপতি, এফবিসিসিআই, ৬০, মতিঝিল বা/এ, ঢাকা।

বিশেষ দ্রষ্টব্য

*ছকের সকল ঘর পূরণ করিতে হইবে।

**প্রয়োজনে অতিরিক্ত কাগজ সংযুক্ত করা যাইবে।

তফসিল

[বিধি ৬(১), ৬(৮), ৭(২), ১৩(৪), ১৭(১)(খ), ২৫(৯), ৩১(২), ৩৪, ৩৫ দ্রষ্টব্য]

বিভিন্ন আবেদন ফি

আবেদনের ধরন	নির্ধারিত ফি
১। লাইসেন্সের আবেদন	১০,০০০ টাকা
২। লাইসেন্সের আবেদন না-মঞ্জুর হইলে রিভিউয়ের আবেদন	২০,০০০ টাকা
৩। লাইসেন্স বাতিলের ক্ষেত্রে পুনরায় লাইসেন্স প্রাপ্তির জন্য আবেদন	২০,০০০ টাকা
৪। মহাপরিচালকের নিকট আপিল আবেদন	১৫,০০০ টাকা
৫। সরকারের নিকট আপিল আবেদন	২০,০০০ টাকা
৬। বাণিজ্য সংগঠনের সংঘবিধি ও সংঘস্মারক সংশোধন, সংযোজন, রহিতকরণ এর আবেদন	২০,০০০ টাকা
৭। নির্বাচন আপিল বোর্ডের নিকট আবেদন	১০,০০০ টাকা
৮। বাণিজ্য সংগঠনের সভা অনুষ্ঠানের সময় বৃদ্ধির আবেদন	২০,০০০ টাকা
৯। অভিযোগ দাখিল	১০,০০০ টাকা

বিশেষ দ্রষ্টব্য।—উল্লিখিত ফি পে-অর্ডার, ব্যাংক ড্রাফট বা, ক্ষেত্রমত, অনলাইন সিস্টেমের মাধ্যমে জমা প্রদান করা যাইবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

চৌধুরী সামিয়া ইয়াসমীন
উপসচিব।

মোহাম্মদ আবু ইউসুফ, উপপরিচালক (উপসচিব), বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মোঃ নজরুল ইসলাম, উপপরিচালক (উপসচিব), বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। website: www.bgpress.gov.bd